NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মমতার সময় শেষ: অর্জুন সিং

বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ৩

কলকাতা ২৬ এপ্রিল ২০২৬ ১২ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.04.2026, Vol.19, Issue No. 314, 8 Pages, Price 3.00

‘ভোট পরবর্তী হিংসার’ বলি আসানসোলে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্তপাতহীন ভাবে ভোট মিটেছে। কিন্তু ভোটের পরেই রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠল পশ্চিম বর্ধমানের আসানোসোল উত্তর বিধানসভা এলাকায়। কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতিবেশী তথা ঘনিষ্ঠকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। এ পর্যন্ত তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আবাসন কর্তৃপক্ষ। পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ থামে। ইতিমধ্যে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়। বয়স ৪২ বছর। আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকায় অনন্যা কমপ্লেক্স নামে একটি আবাসনের বাসিন্দা তিনি। ওই একই আবাসনে থাকেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি। কংগ্রেসের দাবি, দেবদীপ প্রসেনজিতের প্রতিবেশী এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দেবদীপকে ভোট মিটে যাওয়ার পরেই নিশানা করেছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামীরা। শুক্রবার গভীর রাতে আবাসনের কাছেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। শনিবার সকালে মারা যান তিনি।

ওই মৃত্যুতে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। কংগ্রেসের দাবি, ‘এটি পুরোপুরি ভোট পরবর্তী হিংসা।’ কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিতের নেতৃত্বে অনন্যা কমপ্লেক্স আবাসনের বাসিন্দারা দেহ নিয়ে আসানসোল দক্ষিণ পুলিশফাঁড়িতে চলে যান। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আসানসোল দক্ষিণের কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, ‘আমাদের সোসাইটির অধিকাংশ মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। সেই কারণে পরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস।’ মৃতের স্ত্রী পিয়ালী চট্টোপাধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমি বিচার চাই।’

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (সেন্ট্রাল) আব্দুল গফর বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কি না, জানা যায়নি। এখন ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশবাহিনী।

ঝাল তোমাদের লাগবে ৪ তারিখ, বক্রোক্তি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরে ভোট স্লো করানোর পরিকল্পনা চলছে, শনিবার এমন মারাত্মক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলির উত্তরপাড়ার সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটপ্রচারে গিয়ে মমতা বলেন, ‘আমি চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী ভাবে মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, পা উপরে, মাথা নীচে? আপনি হিংসার কথা বলছেন। সন্ত্রাসের কথা বলছেন। অথচ এ নিয়ে কেউ কোনও ব্যবস্থা নেবে না। তবে এখানে আইনজীবী যাঁরা আছেন, বলব কেস করবেন। আমার কাছে ভিডিয়ো আছে। এটা ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারেন না। আইন সকলের জন্য এক।’ একইসঙ্গে এ দিন বিজেপির বিরুদ্ধে স্লো-ভোটিং করানোর পরিকল্পনার অভিযোগ তোলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলেন নন্দীগ্রামের কথাও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ‘নন্দীগ্রামে সিআরপিএফ যাঁকে ভোট লুট করতে পাঠিয়েছিলেন, আজকে আমার খুব প্রিয় ভাই, মোটাভাই তাঁকে নিয়ে মিটিংয়ে বসেছিলেন। বলেছেন, ভোটিং ব্যবস্থা স্লো করে দাও। যাতে লোকে ভোট দিতে না পারে। আরও কিছু বলেছে।’

মাইক ‘আস্ফালন’

■ **বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার আগে জেলার পাশাপাশি ভবানীপুরে জনসংযোগ সারছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ঘরোয়া বৈঠক, জনসভা, পথসভা করছেন তিনি। শনিবার তেমনই এক জনসভা ছিল চক্রবেড়িয়ায় স্বামী নারায়ণ মন্দিরের কাছে। কিন্তু সেখানকার সভা পণ্ড হয়ে গেল বিজেপির মাইক ‘আস্ফালনে’! অভিযোগ, তৃণমূলনেত্রী তথা ভবানীপুরের প্রার্থীর সভার সামনেই উচ্চস্বরে মাইক বাজাচ্ছিল বিজেপি। তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হন মমতা। বলেন, ‘এভাবে মিটিং করা সম্ভব নয়। আমায় ক্ষমা করবেন। এর প্রতিবাদে আমায় ভোটটা দেবেন।’ এরপরই সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।**

‘আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাই তো দিদি রেগে যান’

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাজ্যে ঠাসা কর্মসূচি ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। জোড়া জনসভা এবং জোড়া রোড শো করেন তিনি। প্রথমে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে একটি সভা করেন তিনি। সেখান থেকেই তিনি চলে আসেন হাওড়ার শ্যামপুরে। দিনের শেষে দু’টি রোড শো-ও করেন শাহ।

এদিন জয় শ্রীরাম, বন্দে মাতরম বলে বক্তৃতা শুরু করেন শাহ। তার পরেই তৃণমূলকে হারানোর ডাক। তিনি বলেন, ‘আমি শ্যামপুরের মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। হেলিকপ্টার থেকে দেখেছি সভাস্থল, রাস্তা, সব জায়গায় লোকভর্তি। এতেই বোঝা যাচ্ছে মমতাদিকে বাই বাই করার সময় এসে গিয়েছে।’ শাহ বলেন, ‘৪ তারিখ বিজেপির সরকার তৈরি করুন। দিদিরা আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে ঢুকবে। ৫ তারিখের পর মহিলারা রাতে নির্ভয়ে বার হতে পারবেন।’

শ্যামপুরের সভায় শাহ বলেন, ‘আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাই তো দিদি আমার উপর রেগে যান। কাল বলছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাচ্ছি।’ তার পরেই শাহের প্রশ্ন, ‘তো বলুন কী করব? কোলাকুলি করব? দিদি, আপনার গুন্ডাদের গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিন।

‘মোদীজিকে মিষ্টিমুখ’

■ **দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। স্বাভাবিকভাবেই ঝোড়ো প্রচার চালাচ্ছে সব দল। ভোটকে পাখির চোখ করে কিছুদিন ধরে কলকাতায় রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে সভা করেন তিনি। সেখান থেকেই শাহ বলেন, ‘প্রথম দফায় বিজেপি ১১০ আসন জিতবে দিদির খেলা শেষ করে দেবে। এখানেও পদ্মফুল ফুটবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ৪ মে বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগে মোদীজির মুখমিষ্টি করব।’ এদিন ফের আরজি কর, সন্দেশখালি প্রসঙ্গ শোনা যায় তাঁর গলায়। শাহ বলেন, ‘আরজি কর, সন্দেশখালি প্রতি জায়গায় মা-বোনেদের উপর অত্যাচার হয়েছে।**

বাংলায় অশোককে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ (ভাইস চেয়ারম্যান) হয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন অশোক লাহিড়ী। বালুরঘাটে বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক তথা অর্থনীতিবিদ অশোককে শুক্রবারই নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ করার কথা ঘোষণা করে মোদী সরকার। বাঙালি বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসকেও নীতি আয়োগের অন্যতম সদস্য হিসাবে নিয়োগ করে কেন্দ্র। নীতি আয়োগের দায়িত্ব গ্রহণের পরই এ বার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন অশোক। তাঁকে এবং গোবর্ধনকে নতুন দায়িত্বের জন্য বাংলায় পোস্ট করে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন মোদী।

অশোকের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার প্রথমে ইংরেজিতে এবং পরে বাংলায় পোস্ট করে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন মোদী। তিনি লিখেছেন, ‘দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল নীতি আয়োগ। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে মজবুত করে এবং সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে সাহায্য করে। ভিন্ন উদ্ভাবনী এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার মঞ্চ এটি।’ ওই পোস্টের সঙ্গে মোদী

আরও লেখেন, ‘সরকার নীতি আয়োগকে পুনর্গঠন করেছে। এর উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অশোককুমার লাহিড়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এ ছাড়া নীতি আয়োগের পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় রাজীব গৌড়া, অধ্যাপক কেভি রাজু, অধ্যাপক গোবর্ধন দাস, অধ্যাপক অভয় করন্দিকর এবং এম শ্রীনিবাসকেও শুভকামনা জানাই।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে লাহিড়ী বলেন, ‘এই দায়িত্ব আমার কাছে এক ধরনের আত্মনিয়োজিত কাজ, যার পিছনে গৌরব যেমন আছে, তেমনই আছে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক চেতনা।’ তাঁর মতে, নীতি আয়োগের মূল ভিত্তি তিনটি শধ- ‘নীতি, নিষ্ঠা ও নিয়ত’- যা উন্নয়নকে বাস্তবমুখী করে তোলে। অশোক লাহিড়ীর বক্তব্যে উঠে আসে তথ্যভিত্তিক প্রশাসনের গুরুত্বও।

কলকাতায় আজ মোদীর রোড-শো

■ **পশ্চিমবঙ্গে প্রচার কর্মসূচি সেরে শুক্রবার দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ তিনি ফের রাজ্যে আসছেন। এ বার কর্মসূচি খাস কলকাতায়। আজ বিকেলেই তিনি উত্তর কলকাতায় রোড শো করবেন। এ ছাড়া, জেলায় আরও দু’টি জনসভা রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, আজ দুপুরে বনগাঁয় প্রথম জনসভা করবেন মোদী। বনগাঁর ঠাকুরনগরে তাঁর জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময় দুপুর ২টো ১৫ মিনিট। সেখানে সভা সেরে মোদী যাবেন হুগলিতে। আরামবাগের হরিপাল এলাকায় তাঁর দ্বিতীয় জনসভা রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিট। এর পরেই কলকাতায় আসবেন মোদী।**

বিজেপি এবং তৃণমূলকে একযোগে তির রাহুলের

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর

মোদী যা দিল্লিতে করছেন, মমতা পশ্চিমবঙ্গে তাই করছেন, কলকাতার শহিদ মিনারের সভা থেকে এমনই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার বিকেলের জনসভায় মোদী-মমতাকে একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানান তিনি।

পাশাপাশি, শ্রীরামপুরে মোল্লাবেরিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন, ‘ভাই ও বোনেরা নির্বাচন এসে গিয়েছে, আপনারা কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন। বাংলাকে পথ দেখাতে একমাত্র কংগ্রেসই পারে যাবতীয় কলঙ্কমুক্ত করে নতুন বাংলাকে তৈরি করতে।’

এদিন বিজেপি ও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদী দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন। তিনি আম্বানি ও আদানিদের যাবতীয় সুবিধা করে দিচ্ছেন। তারা যাতে মুনাফা লোটে সেই ব্যবস্থা তিনি করে দিচ্ছেন। দেশের সবকিছু তিনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে খুশি করবার জন্য তিনি সবকিছু করছেন। ট্রাম্পের কাছে তাঁর সব কিছু রয়েছে। যার জন্য ট্রাম্প যা

বলবেন, মোদীজি তাই করবেন। ঝাঁপ দিতে বললে ঝাঁপ দেবেন, আবার বসতে বললে বসতে পারবেন। নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথায় সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েল চলে গেলেন। দেশ নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। দেশের অর্থনীতি এখন পঙ্গু। দেশটা ভ্রষ্টাচারে ভরে গিয়েছে। সারাদেশে মেয়েদের সম্মান নেই, চলছে গুন্ডারাজ।’

রাহুল আরও বলেন, ‘তিনি কোনও শিল্প করেননি, যুবক-যুবতীদের জন্য তিনি ভাবেন না, কোনও চাকরি দিতে পারেননি। আরএসএস, বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী-এরাই দেশটাকে সর্বনাশ করছে। একমাত্র কংগ্রেসই পারে এদেরকে সরাতে। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, ‘বাংলায় বিজেপিকে টেনে এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল বাংলায় কোনও শিল্প করেনি, শিল্পগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলায় গুন্ডারাজ চলছে, গুন্ডা ট্যাক্স দিতে হয়। চলছে ভ্রষ্টাচার। কোনও চাকরির সংস্থান নেই। বাংলায় আরজি কর-কাণ্ডে একজন নারীকে খুন করে ধর্ষণ করলো। তার কোনও বিচার নেই, মেয়েদের নিরাপত্তা নেই। নরেন্দ্র মোদী মমতাজিকে গ্রেপ্তার করেনি কেন সেটা সবাই বুঝুন। একমাত্র ভোটের সময় নরেন্দ্র মোদী মমতাজিকে আক্রমণ করেন, যেই ভোট মিটে যাবে আর কোনো কথা বলবে না। টিএমসির জমানায় সারদা কেলেঙ্কারি, নারদা কেলেঙ্কারি, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারি হয়েছে। টিএমসি কংগ্রেস কর্মীদের খালি মারধর করছে,এখানে কংগ্রেস কর্মী খুন হচ্ছে। তাই ভাই-বোন সবাইকে বলছি কংগ্রেসকে ভোট দিন, সোনার বাংলা তৈরি করুন।’

ভোটের উত্তাপের মধ্যেই আক্রায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আবহের মধ্যেই দগ্ধ হল আক্রা-সন্তোষপুরের বিস্তীর্ণ বস্তি। শনিবার দুপুর গড়াতেই আচমকা আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘিঞ্জি এলাকায়, মুহূর্তে গ্রাস করে একের পর এক ঝুপড়ি। স্থানীয়দের দাবি, ‘চোখের সামনে আগুনের গোলা! বেরোতে না বেরোতেই সব শেষ, ঘর, কাগজপত্র, কিছুই বাঁচেনি।’

আগুনের তীব্রতায় পুড়ে যায় রেললাইনের উপরস্থিত তার, ফলে বজবজ-শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল থমকে যায়। ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। এক বাসিন্দার কণ্ঠে আতঙ্ক, ‘বাচ্চাগুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না, ছ’সাত জনের হদিস নেই।’

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘২৯ তারিখ ভোট দেব। সব পুড়ে গেছে ভোটার কার্ড। আমরা ঘরে ভাত

ছবি: অদিতি সাহা

খাচ্ছি। সেই সময় দেখি আগুনের গোলা বেরতে না বেরতেই সব শেষ। সব পুড়ে গেল, আর কিছু নেই। আধার ভোটার সব পুড়ে গিয়েছে। ৬ থেকে ৭টা বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো দমকলের গাড়ি এসেছে। একটায় জল আছে, আর একটায় জল নেই। আগুন দেখে একজন লাফ মেরেছিল পুকুরে। তার খোঁজ মিলছে না। আর একজনের গায়ে ট্রেনের তার পড়ে তাঁর চামড়া পুড়ে গিয়েছে। এবার ভোট চাইতে আসুক, একটা প্রোটেকশন দিতে পারে না। কিছু নিতে পারিনি। শুধু জীবনটুকু নিয়ে চলে এসেছি।’

প্রথমে দমকলের দেখা না মেলায় ক্ষোভ ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, ‘দুটি গাড়ি এলেও একটিতে জল ছিল না।’ বাধ্য হয়ে বালতি হাতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন বাসিন্দারাই। এদিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আর এদিকে, এই অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। এক প্রার্থী অভিযোগ করেন, ‘প্রতি ভোটের আগে এমন ঘটনা ঘটছে, এটা পরিকল্পিত।’ অপর দিকে আর এক প্রার্থী বলেন, ‘মানুষকে বাঁচাতেই আমরা ছুটে এসেছি, আগুনের কারণ এখনই বলা যাচ্ছে না।’

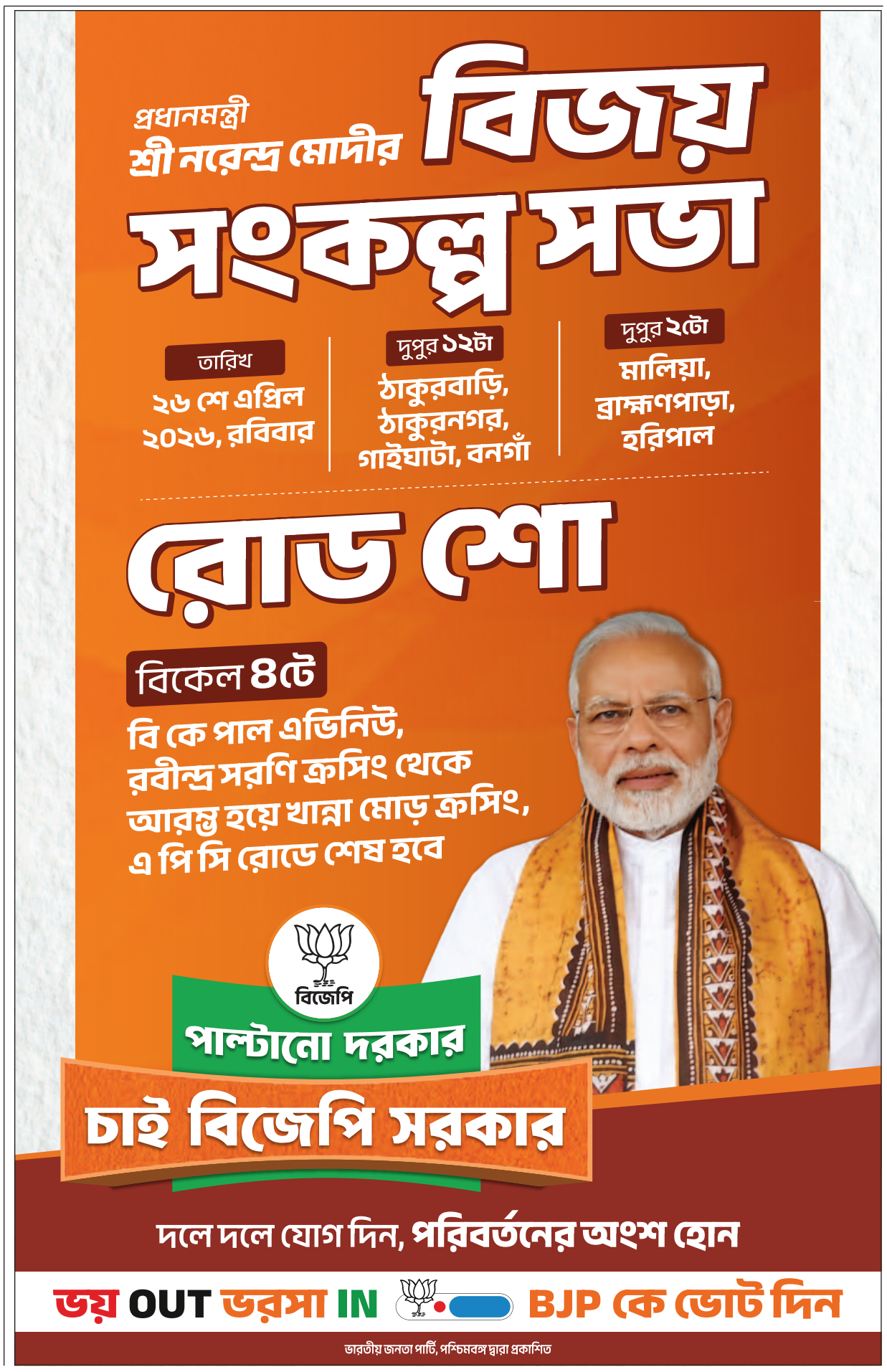

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, Smt. Minakshi Ray, D/o Late Ajit Kumar Sinha, W/o Amal Krishna Ray, residing at 391/G, Criper Road, P.O- Konnagar, P.S - Uttarpara, PIN - 712235, do hereby solemnly affirm and declare that, Minakshi Roy and Minakshi Ray are same and one identical person and I want to further use Minakshi Ray in any official purpose as recorded in all of my personal documents vide affidavit no 10364, dated - 23/04/2026 in the court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Serampore, Hooghly.

LOST & FOUND

This is to inform every one that my client MANOJ KUMAR SHAW of H/No. 51/7, B.L.No.8, Kankinara, North 24-Parganas, Mob. No.7278141718. has lost an original declaration Deed no. 02938/2002, G.D. E.No.1074 dated 15.04.2026, If any one has found the said document then please contact within 10 days the above number.

Nisha Singh
Advocate
M- 09239629387

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী পপ্পা যাদব পিতা ৺পুন্দেব যাদব সাং বি. দে. রোড, বারদ্বারী, পোঃ চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী। বিগত ইং ২০২৪ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১১০৫ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- বিঘাটী, জে এল নং – ২১৪, এল.আর খতিয়ান ৬০৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর.৪১৫২ নং দাগে ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ০.০৪০ সহঃ কলা বাগান বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ক্ষরিদ করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা মালতী শঙ্কর মান্না, সঙ্গীতা শঙ্কর মান্না, সুপর্ণা শঙ্কর মান্না। উক্ত দলিলে মালতী মান্না দীং ধীরাজ কুমার সিং পিতা শিউনারায়ণ সিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নং I-১৪১ তাং ১৭.০১.২০২৪, যাহা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলের নাম পরিবর্তন হইবে। কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এবং এল.আরও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

Sk Samiruddin, Advocate

Change of Name

I, Koushiki Sett Dey, W/o. Sumanta Dey and D/o. Mohan Lal Sett, residing at CB1/15, Deshbandhu Nagar, Uday Sangha Club, Baguiati, North 24 Pgs., Pin – 700059. My name is recorded as Koushiki Sett Dey in my Passport, Aadhaar & PAN Card. In my daughter Shreyasi Dey's Aadhaar Card, my name is recorded as Koushiki Sett Dey but in her birth certificate, my name is recorded as Koushiki Dey. I hereby declare that Koushiki Sett Dey and Koushiki Dey is the same and one identical person vide affidavit no. 13571 dated 18.04.2026 before the Learned Judicial 1st Class Magistrate at Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত
দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ১৪৯/২০২৫
বাদী: অসিতবরণ রায় চৌধুরী দিং
বনাম
বিবাদী: নাবালক বিহান চৌধুরী দিং

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরেজী ০৬/০৩/২০২৬ তারিখে ১ নং বিবাদী নাবালক **বিহান চৌধুরী**, পিতা-বাপ্পাদিত্য চৌধুরী পক্ষে স্বাভাবিক অভিভাবক পিতা-**বাপ্পাদিত্য চৌধুরী**, পিতা-অসিতবরণ চৌধুরী, ২ নং বিবাদী **বাপ্পাদিত্য চৌধুরী**, পিতা-অসিতবরণ চৌধুরী, উভয়ের সাং -৫৯ সি,মহারাজা টেগর রোড, ঢাকুরিয়া(রামচন্দ্র হাইস্কুলের সম্মুখে), কোলকাতা-৭০০০৩১, এদের স্পীড পোষ্টে রেজিস্ট্রী যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় সমন দেওয়া হয় কিন্তু গত ইংরেজী ১২/০৩/২০২৬ তারিখে উক্ত সমন জারি না হইয়া নবদ্বীপ হেড পোষ্ট অফিসে ফিরিয়া আসে। বর্তমানে এই বিবাদীরা কোথায় থাকে তাহাদের ঠিকানা বাদীদের জানা নাই।
উক্ত বিবাদীদের কোনো রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে
ASHIS BISWAS (Sheristader)
Civil Judge (Jr. Div.) Court
Nabadwip, Nadia

NAME CHANGE

I, Amal Krishna Ray, S/O Late Yogesh Chandra Ray, residing at 391/G, Criper Road, P.O- Konnagar, P.S- Uttarpara, PIN - 712235 do hereby solemnly affirm to declare that, Amal Krishna Roy and Amal Krishna Ray are same and one identical person and I desire to be known as Amal Krishna Ray in all official records and documents and at all time to come in future vide affidavit no 10363,dated- 23/04/2026 in the court of Ld.Judicial Magistrate 1st Class, Serampore, Hooghly.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬শে এপ্রিল। ১২ই বৈশাখ। রবি বার। দশমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তোরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(বিশ্ব মেধা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

যতদিন বসিরহাটে সাংসদ বা প্রতিনিধি নেই, আমিই আপনাদের প্রতিনিধি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এই দুপুরের রোদকে উপেক্ষা করে ঘরের কাজকর্ম ছেড়ে এই বিপুল সংখ্যায় যাঁরা সভায় এসেছেন তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে আসেননি, তাঁরা ২৯ তারিখে লাইনে দাঁড়িয়ে জোড়াফুলে ভোট দিয়ে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে জেতাবেন বলে এসেছেন। শনিবার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা উত্তর গুলাইচন্ডী খেলার মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলের সমর্থনে সভা করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন। এদিন তিনি বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থীর কড়া সমালোচনা করে বলেন, এখানের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন তিনি পোস্টারে লিখছেন ডাক্তার। কিন্তু এফিডেভিটে ডাক্তার লেখা নেই। আমি শুনেছি নেপালের কম্পাউন্ডারের ডিগ্রি নিয়ে কুপ্রচার করে নিজেকে ডাক্তার বলছে। এই হচ্ছে বিজেপির আসল চেহারা। যাঁরা এফিডেভিটে ডাক্তার লেখে না আর পোস্টারে ডাক্তার লেখে, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। নেপালের কম্পাউন্ডারের সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি প্রচার করছেন তিনি নাকি ডাক্তার। আমি অনুরোধ করব আপনাদের যাঁরা মানুষকে মিথ্যে কথা বলে, তাঁদের এমনভাবে ২৯ তারিখ জবাব দেবেন যাতে ৪ তারিখ ফল বেরোনোর পর বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি পতাকা লাগানোর লোক না পাওয়া যায়। এমনভাবে জবাব দেবেন যেন তাঁরা আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। যাঁরা বসিরহাটের জন্য কিছু করেনি, বসিরহাটের মানুষের জন্য কিছু করেনি তাঁদের আর যাই হোক মানুষ সুযোগ দেবে না। আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি প্রথম দফায় ভোট শেষ হয়েছে পরশুদিন, সেখানে তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। ২৯ তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর তৃণমূলের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমিও জানি না। বসিরহাটের সবকটি বিধানসভায় এমনভাবে জবাব দিতে হবে যাতে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করার আগে এই বিজেপি নেতারা ১০০ বার ভাবে। আমাদের যাঁরা বাংলাদেশি বলে, আমাদের যাঁরা রোহিঙ্গা বলে, আমার চ্যালেঞ্জ আমি এখানে আমাদের সরকারের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসেছি। বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছেন তাঁর যদি সৎ সাহস থাকে তবে আপনি জায়গা ঠিক করুন, মঞ্চ বাঁধুন

১২ বছর নরেন্দ্র মোদী কি কাজ করেছে আর আমাদের সরকার ১৫ বছর কি কাজ করেছে তার হিসেব দেব। যদি আমাদের কাজের ৫ শতাংশ আপনারা দেখাতে পারেন তবে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে আর আমি আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না। তিনি বসিরহাটের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে চ্যালেন করে বলেন, গত ৫ বছরে কেন্দ্রের মোদী সরকার আবাস যোজনায় বসিরহাটের মানুষের জন্য ১ পয়সা দিয়ে থাকে তবে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। বসিরহাটের সাংসদ হাজি নরুল প্রয়াত হয়েছে। গায়ের জোরে সেই সাংসদ নির্বাচন আটকে রেখেছে। যাতে বসিরহাট থেকে কোনও প্রতিনিধি সংসদে না যেতে পারে। কারণ, বিজেপি ভালো করে জানে বসিরহাটে যদি ভোট হয় তবে ৪-৫ লাখ ভোটে হারবে। আমি কথা দিচ্ছি আমি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ আপনাদের হয়ে ভ্যাবলা স্টেশনের পাশে আন্ডার পাশ তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ নেব। যতদিন এখানে সাংসদ, প্রতিনিধি নেই আমিই আপনাদের প্রতিনিধি।

ব্যারাকপুরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে: মনোজ আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে সর্বদলীয় বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। বৈঠক শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, প্রথম দফা নির্বাচনের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হবে। নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে হোটেল, লজ ও গেস্ট হাউস থেকে বহিরাগতদের বের করার নিয়ম রয়েছে। বিধানসভা এলাকার মানুষ ছাড়া অন্য বিধানসভার কেউ এলাকায় থাকতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল। এখানকার নির্বাচন নিয়ে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, ব্যারাকপুরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোটার ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না। প্রসঙ্গত, প্রথম দফার ভোট পরবর্তী হিংসায় আসানসোলে ৪২ বছরের দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন

কংগ্রেস সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, জেলা শাসকের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গেছে, শুক্রবার রাত দু'টো নাগাদ রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে মারপিট হয়। শনিবার সকালে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার ভোট শান্তিপূর্ণ রাখতে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফা নির্বাচনের মতোই রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করছে। আকাশে উড়বে ড্রোন। প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও কিছু অশান্তি হয়েছিল। দ্বিতীয় দফা একেবারে ঘটনাহীন করতে এধরনের বাড়তি কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কমিশন সূত্রের খবর, প্রথম দফার ভোটে বাড়তি নজরদারির জন্য বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে বডি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় বডি ক্যামেরাও থাকবে আরও বেশি সংখ্যায়। এছাড়া অশান্তিপ্রবণ এলাকায় ড্রোন মারফত নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দফায় মোট ২৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। পাশাপাশি থাকছেন ১৪২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৯৫ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১০০ জন আয়-ব্যয় হিসাব পর্যবেক্ষক। দ্বিতীয় দফার ভোটে কলকাতা পুলিশের অধীনে সর্বাধিক ২৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। এছাড়া পুলিশ জেলা ভিত্তিক বাহিনী মোতায়েনও চূড়ান্ত করেছে কমিশন। উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক অশান্তি প্রবণ এলাকায় তুলনামূলক বেশি বাহিনী রাখা হয়েছে। বারাসাত পুলিশ জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ১১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বনগাঁ পুলিশ জেলায় ৬২ কোম্পানি, বসিরহাটে ১২৩ কোম্পানি। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে থাকছে ৫০ কোম্পানি এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে ১৬০ কোম্পানি বাহিনী। দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১১৩ কোম্পানি, বারুইপুরে ১৬১ কোম্পানি এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ১৩৫ কোম্পানি বাহিনী রাখা হয়েছে। হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় ১৪৭ কোম্পানি এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে ১১০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় ১৫৮ কোম্পানি এবং রানাঘাটে ১২৭ কোম্পানি বাহিনী রাখা হয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে ৮৩ কোম্পানি মোতায়েন করা হচ্ছে। হুগলি গ্রামীণ এলাকায় সর্বাধিক ২৩৪ কোম্পানি এবং পূর্ব বর্ধমানে ২৬০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটে ২৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

ভোটের স্ক্রুটিনি শেষ হতেই ভোটদানের হার আরও কিছুটা বাড়ল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোটের স্ক্রুটিনি শেষ হতেই ভোটদানের হার আরও কিছুটা বাড়ল। চূড়ান্ত হিসেবে রাজ্যে ভোট পড়েছে ৯৩.১৯ শতাংশ; স্বাধীনতার পর যা সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জেলা ভিত্তিক হিসাবে কোচবিহারে সর্বাধিক ৯৬.২ শতাংশ ভোট পড়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৯৫.৪৪ শতাংশ এবং মালদায় ৯৪.৭৯ শতাংশ ভোটদানের হার নজর কেড়েছে। উত্তর দিনাজপুরে ৯৪.১৬ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৯৪.৭৬ শতাংশ এবং বীরভূমে ৯৪.৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে। মুর্শিদাবাদে ৯৩.৬৭ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ারে ৯৩.২ শতাংশ ভোট নথিভুক্ত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরে ৯২.৭৫ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯২.১৯ শতাংশ এবং ঝাড়গ্রামে ৯২.২৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। বাঁকুড়ায় ৯২.৫৫ শতাংশ এবং পুরুলিয়ায় ৯১.৫৯ শতাংশ ভোটদানের হার। পশ্চিম বর্ধমানে তুলনামূলক কম, ৯০.৩২ শতাংশ ভোট পড়েছে। পাহাড়ে দার্জিলিংয়ে ৮৮.৯৮ শতাংশ এবং কালিম্পংয়ে ৮৩.০৪ শতাংশ ভোট হয়েছে। এই দফায় মোট ভোটার ছিলেন ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০৪ জন। তাঁদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ২২ হাজার ১৬৮ জন। পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৯, এবং মহিলা ভোটার ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫ জন। সব মিলিয়ে, প্রথম দফার ভোটে বাংলার মানুষ যে রেকর্ড গড়লেন, তা শুধু পরিসংখ্যান নয়; গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও এক নতুন দৃষ্টান্ত বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও সাসপেন্ড, কমিশনকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটপর্বের মাঝেই ডায়মন্ড হারবারের এক পুলিশ কর্তার সাসপেনশন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকেই সামনে রেখে কমিশনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নজরদারি আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর। তাঁর কথায়, ডায়মন্ড হারবারের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; এটাই প্রমাণ করছে কেউ দায় এড়িয়ে যেতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, যেখানে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ছে। একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের পদক্ষেপ না থাকলে সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়।

প্রথম দফার ভোট নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছেন, সেটাই বড় কথা, বলেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কমিশনের এই কড়া অবস্থান ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ভাঙড়ে বোমা ঘিরে আতঙ্ক, বাড়ল রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: তৃণমূলের সভার আগে হঠাৎই বোমা উদ্ধারের খবর ঘিরে অশান্তির আবহ তৈরি হল ভাঙড়ে। অভিষেক ব্যানার্জির কর্মসূচির প্রাক্কালে শানপুকুরের এক পরিত্যক্ত বাড়িকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি ফাঁকা ঘরে বিস্ফোরক মজুত রয়েছে; এই আশঙ্কা ছড়াতেই উদ্বেগ বাড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এক বাসিন্দার কথায়, হঠাৎ এত পুলিশ দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। কী হচ্ছে বুঝতেই পারছিলাম না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি অভিযোগ। বিরোধী শিবিরের দাবি, পরিকল্পনা করেই ওই বাড়িতে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে, তদন্ত হোক সব দিকেই। যদিও শাসকদলের সাফ জবাব, আমাদের বদনাম করতে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নজরদারি জোরদার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

অশোক লাহিড়ির দীর্ঘ পথচলা আজ এক নতুন উচ্চতায়: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সক্রিয় উপস্থিতি; এই সব মিলিয়ে স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ির দীর্ঘ পথচলা আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছল। শনিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এক্সবার্তায় শমীকবাবু লিখেছেন, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর এই নিয়োগ শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞানের এক মূল্যবান সংযোজন। এই সঙ্গে শমীকবাবু লিখেছেন, বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাস-এর নীতি আয়োগের সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আধুনিক ভারতের নীতি প্রণয়নের যে প্রয়োজনীয়তা, তা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হবে এই সিদ্ধান্তে। প্রযুক্তি, গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে নতুন গতি আসবে। বাঙালির মেধা, পরিশ্রম ও নেতৃত্বের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। জাতীয় স্তরে বাঙালির এই শক্তিশালী উপস্থিতি ভবিষ্যতে আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং দেশের উন্নয়নযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জগদ্দলে বিদায়ী বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে ঘিরে দুর্নীতির পাহাড়

অরুণ ব্যানার্জি

ভোটের মুখে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যামকে ঘিরে উঠছে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, 'অ্যাক্সিডেন্টাল' বিধায়ক হিসেবে রাজনীতিতে উঠে এসে গত কয়েক বছরে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের জাল বিস্তার করেছেন তিনি। ফলে এলাকায় ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, জলাভূমি ও পুকুর ভরাট করে একের পর এক জমি বিক্রি ও বেআইনি নির্মাণ। শ্যামনগরের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকায় পুকুর ও বিল বুজিয়ে ফ্ল্যাট তৈরির অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা। পাখিমারা বিল ও পদ্মবিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জলাধার ভরাট হয়ে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ এলাকা। স্থানীয়দের কথায়, যে জলাধার শহরের নিকাশির ভার সামলাত, তা বুজিয়ে দেওয়াতেই এখন জল যন্ত্রণায় নাজেহাল হতে হচ্ছে।

শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত জগদ্দল-শ্যামনগর এলাকাতেও একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অন্নপূর্ণা কটন মিল, রামস্বরূপ রোলিং মিল থেকে শুরু করে অন্যান্য পুরনো শিল্প ইউনিট, ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সেখানকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ 'কাটিং' করে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে শ্যামনগরের এক্সাইড কারখানা সংলগ্ন এলাকায় স্ক্র্যাপের আড়ালে ভালো মানের লোহা ও ব্যাটারির অংশ পাচারের ঘটনাও সামনে এসেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এই সমস্ত কাজ তাঁর মদতেই হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে, যার জেরে আড়ালে তাঁকে 'লোহাচোর' বলেও কটাক্ষ করছেন অনেকেই। অভিযোগের

তালিকা এখানেই শেষ নয়। ছোট ব্যবসায়ী থেকে প্রোমোটার, বিভিন্ন স্তরে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। জমি দখল, বেআইনি ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং প্রোমোটার চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথাও শোনা যাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, পুরসভার অনুমোদন ছাড়া কোনও কাজ সম্ভব নয়, আর সেই সুযোগেই চলছে রমরমা ব্যবসা। পুর প্রশাসন নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। অভিযোগ, একদিকে যেখানে সাধারণ মানুষের পেনশন বা পরিষেবা বঞ্চিত, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিলাসবহুল অফিস তৈরি করা হয়েছে। এমনকী সরকারি গাড়ির অপব্যবহার এবং পরিবারের সদস্যদের প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠেছে বিধায়কের বিরুদ্ধে। কারণ ৮৮ বছরের অশীতিপর বৃদ্ধা তাঁর মা রেবা রাহাকে চেয়ারম্যানের কুর্সিতে বসিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম, ভাই সঞ্জয় শ্যাম।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সাংসদ ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রকাশ্যে জিরো টলারেন্স টু করাপশন এবং দুষ্কৃতীদের তৃণমূলে কোনও জায়গা নেই, এই বার্তা বারংবার প্রকাশ্যে দিলেও জগদ্দল বিধানসভার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর উলটপুরাণ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। দিনের আলোয় গুলি চলা, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য, এসব এখন নিত্যদিনের ঘটনা বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব যেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা দিচ্ছে, সেখানে জগদ্দলের বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের। ভোটের প্রাক্কালে এই অভিযোগগুলিই যে জগদ্দলের রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রে উঠে আসতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১২ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বরানগরে রোড-শো নীতিন নবীনের

বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের ভোট প্রচার জমে উঠেছে। ভোটারদের মন জয় করতে ব্যস্ত প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলি। শনিবার বরানগরে রোড-শো করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বরানগরের বিজেপির দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড-শো করেন তিনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। নীতিন নবীন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আর গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। এমনকী গুন্ডারাও জানে যে তাদের আর ছাড় দেওয়া হবে না। এখন শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসবে এবং নারীরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গে মমতার জন্য আর কোনও ঘর বাকি নেই। মমতা সমগ্র 'ভদ্রলোক'-এর বিশ্বাসও ভেঙে দিয়েছেন। এখন গোটা বিশ্ব বিজেপির সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গে আম আদমি পার্টির (এএপি) জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রচার সফর প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, যে নেতার প্রতি আর কোনও আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই, যে নেতার দুর্নীতির কারণে গোটা দেশ তাঁর ওপর বিরক্ত। রাঘব চাড্ডা এবং এএপি-র দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যসভা সাংসদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডুবন্ত নৌকায় কে উঠবে... প্রথমে এএপি ডুববে, এখন তৃণমূল ডুববে। বিরোধী দল এখন বিলুপ্তির পথে।

ভিক্টোরিয়ায় হাঁটতে হাঁটতেই প্রচার, শহরে বেশি ভোটের ডাক শুভেন্দুর

রাকেশ সিংয়ের সমর্থনে বন্দরে জোর প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে কৌশল বদলে মাঠে নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ভোরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে প্রাতঃভ্রমণকারীদের মাঝেই তাঁর জনসংযোগ;আলাপ, অভিবাদন আর নীরব প্রচারে অন্য রকম ছন্দ দেখল মহানগর। ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে বাড়তি গুরুত্ব স্পষ্ট। এই কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সরাসরি ঘরে ঘরে পৌঁছনো কঠিন বুঝে নতুন পথ বেছে নিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, এখানে যারা আসেন, তাঁরা অনেকেই মতামত গড়ে দেন। একজনের সঙ্গে কথা মানেই অনেকের কাছে পৌঁছনো। প্রথম দফার ভোটের উচ্চ হারকে সামনে রেখে শহরের ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, গ্রামবাংলা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবার শহরের পালা; দ্বিতীয় দফায় ভোট যেন পঁচানব্বই শতাংশ ছাড়ায়। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। দাবি, গণতন্ত্র বাঁচাতে কড়া সিদ্ধান্ত জরুরি। পাশাপাশি শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করে অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ভোটে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছে।

নন্দীগ্রামে ভোটপর্ব শেষ। এখন তাঁর নজর একেবারে ভবানীপুরে। ভোটের আগে তাই শহরের সকালের হাওয়া যেন হয়ে উঠছে রাজনৈতিক বার্তার নতুন মঞ্চ।

অন্যদিকে, ভোটের আগে শহরের রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে খিদিরপুরে বিশাল মিছিল করলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাকেশ সিং-এর সমর্থনে আয়োজিত এই প্রচার কর্মসূচির সূচনা হয় ভূকৈলাশ মহাকালেশ্বর মন্দিরে পূজার মাধ্যমে। মিছিল থেকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, এই আসনে ফিরহাদ হাকিম আর জিততে পারবেন না। ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, ভুয়ো নাম বাদ পড়ায় সমীকরণ বদলে গেছে।

শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নয়, রাজ্য সরকারকেও নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, আনুষ এখন পরিবর্তন চাইছে, বর্তমান নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, পুলিশের একাংশ নিরপেক্ষ নেই, ভোটে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কমিশনের হাতে।

প্রসঙ্গত, এর আগে রবি কিষাণ-ও এই কেন্দ্রে প্রচার করেছেন। সব মিলিয়ে বন্দর এলাকায় রাজনৈতিক লড়াই যে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, তা স্পষ্ট।

আজ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমার ইঙ্গিত দিল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালবৈশাখীর পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আজ রবিবার থেকেই সর্বত্র বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা থাকবে। দুপুর গড়াতেই কলকাতা-সহ দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নামবে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাকি জেলাগুলিতেও ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। ফলে খরতাপে খানিকটা স্বস্তি মিলবে। তবে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের ব্যাখ্যা, উত্তরপ্রদেশ

থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। তার জেরেই এই বৃষ্টি। মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওডিশা সংলগ্ন সমুদ্রে মঙ্গলবার পর্যন্ত যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গেও আজ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়ে একই আবহাওয়া থাকবে।

ভোটে অনাস্থার সুর, নোটার পথে বাড়িওয়ালাদের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে শহরের একাংশে শোনা গেল ভিন্ন সুর। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে এবার ব্যালটেই প্রতিবাদের পথ বেছে নিল দ্য ক্যালকাটা হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা; কোনও দলই ভরসার যোগ্য নয়, তাই ভোট হোক 'নোটা'-য়। সংগঠনের সম্পাদক সুকুমার রক্ষিতের কথায়, ভোট দিতে যাওয়ার আগে মনে রাখুন, কোনও রাজনৈতিক শক্তিই সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে আন্তরিক নয়। তাঁর অভিযোগ, ভাড়া ব্যবস্থার নামে বাড়িওয়ালাদের উপর একতরফা চাপ বাড়ানো হয়েছে। অতীত ও বর্তমান; দুই শাসনেই একই চিত্র। শুধু কর নয়, ভাড়ানীতি নিয়েও ক্ষোভ প্রবল। বাজারদরের সঙ্গে ভাড়ার সামঞ্জস্য রাখতে দিল না কেউ। পুরনো আইন আঁকড়ে রেখে আমাদের ক্ষতি করা হচ্ছে, দাবি তাঁর। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকাও কাঠগড়ায়, পুলিশ-প্রশাসন কার্যত নিষ্ক্রিয়, ন্যায় পেতে আদালতে দীর্ঘ অপেক্ষা; সব মিলিয়ে আমরা কোণঠাসা।

তবে এই অবস্থানের বিরোধিতা করেছে শাসক শিবির। তাঁদের মতে, নোটায় ভোট মানে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে অস্বীকার করা। বিরোধী পক্ষের সুর খানিক আলাদা; তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত আসলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার বহিঃপ্রকাশ। প্রায় চার দশকের পুরনো এই সংগঠন এবার ভোট বয়কট নয়, অংশ নিয়েই অসন্তোষ জানাতে চায়। নির্বাচনের ময়দানে এই বার্তা কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে।

মমতার সময় শেষ: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রথম দফায় ভোটে মানুষ ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে ভোট দিয়েছেন। তার মানে, মমতার সময় শেষ। শনিবার জগদ্দল কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমারের সমর্থনে আতপুর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানার গেটের সভায় হাজির হয়ে এমনটাই বললেন শ্রমিকনেতা তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। শ্রমিক নেতা বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে জগদ্দলের আতপুর এক্সাইড কারখানার অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করা হবে। তাঁর অভিযোগ, ১১ বছর ধরে

এক্সাইড কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে না। এমনকী বিজেপির ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এক্সাইড কারখানার ওপর দুর্নীতির নজর রাখবেন রাজেশ কুমার। শ্রমিক দরদী নেতার দাবি, এই কারখানায় এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। তামিলনাড়ু, ওডিশা-সহ ভিন রাজ্যের যুবকদের এনে পয়সার বিনিময়ে এখানে চাকরি দেওয়া যাবে না। উক্ত সভায় হাজির ছিলেন দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমার ছাড়াও বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি, শ্রমিক নেতা বিনয় মণ্ডল, পরমেশ্বর সিং, উমেশ রায়, রজত মৈত্র-সহ অন্যান্যরা।

সল্টলেকে বহিরাগত প্রবেশ, অভিযোগ জানালেন সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: ভোটের আবহে সল্টলেকে হঠাৎই তাপ বাড়াল বহিরাগত ইস্যু। একটি অতিথিশালায় বাইরের রাজ্যের লোকজনের উপস্থিতি ঘিরে সরব হলেন সুজিত বসু। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এনে ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তে নেমেছে বিধাননগর পূর্ব থানা। অতিথিশালার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীকান্ত মহারার দাবি, দলীয় অতিথি হিসেবে ছত্তিশগড় ও ওডিশা থেকে আট জন রয়েছেন। পরিচয়পত্রও দেখানো হয়েছে।

মালিকের কথায়, নিয়ম মেনেই বুকিং হয়েছে, সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত। তবে শাসকদলের বক্তব্যে স্পষ্ট উদ্বেগ। সুজিতের দাবি,কয়েকদিন অন্য জায়গা থেকে কয়েকজনকে ধরা হয়েছে। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক, বহিরাগতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা জরুরি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়লেও প্রশাসন আপাতত তদন্তেই জোর দিচ্ছে।

শনিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা লক্ষ্য করে যে, সল্টলেকের একটি নম্বর বাড়িতে বহিরাগত রয়েছে। এর পরেই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে, ছত্তিশগড় ও ওডিশা থেকে বেশ কয়েকজন এসে থাকছে। এর পর বিধাননগর পূর্ব থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে খোঁজ খবর নিতে থাকে। জানা যায়, ওই গেস্ট হাউসে ৮ জন রয়েছে। বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নোয়াপাড়া থানার কম্পাউন্ডে আগাছার জঙ্গলে বিস্ফোরণ, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ২৯ এপ্রিল বঙ্গে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। তার চারদিন আগে অর্থাৎ শনিবার সকালে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে নোয়াপাড়া থানা চত্বর। বিস্ফোরণের জেরে মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। বিস্ফোরণের পর বেশ কয়েকটি বোমার স্প্লিন্টার ছিটকে থানার পিছনের দিকে বাড়ির ছাদে ও উঠোনে এসে পড়ে। ভোটের মুখে গারুলিয়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে থানা কম্পাউন্ডে বিস্ফোরণে আতঙ্কিত বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা তথা গৌরী শঙ্কর জুটমিলের কর্মী রাজেশ বাসফোর জানান, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁর ছেলে ফোন করে জানায় বাড়ির পিছনে জঙ্গলে বিস্ফোরণ ঘটেছে। সেইসময় তিনি মিলে কর্মরত ছিলেন। মিল থেকে ফিরে তিনি বাড়ির চারপাশ থেকে তিন-চারটে বোমার স্প্লিন্টার খুঁজে পান। থানার কম্পাউন্ডে আগাছার জঙ্গলে কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় বাসিন্দারা। তবে এই বিস্ফোরণের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেছেন থানা লাগোয়া বাসিন্দারা।

স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আইনি লড়াইয়ে ধাক্কা শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা এবার আদালতের দোরগোড়ায় গিয়ে থামল। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্বস্তি পেল না শাসকদল। কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। শাসকদলের অভিযোগ ছিল, কেন শুধুমাত্র সিআরপিএফ-কে বেছে নেওয়া হল, যখন আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচনী বিধিতে স্থানীয় পুলিশের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক; সেটা মানা হয়নি। আরও অভিযোগ তোলা হয়, বাহিনী নির্দিষ্ট জায়গায় থাকার কথা থাকলেও তাদের পুরো বুথে অবাধ চলাচলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস আদালতে দাবি তোলে, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এমনকী বহু ক্ষেত্রে অস্পর্শকাতর এলাকাতেও বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তবে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনেই স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই সিদ্ধান্তে কোনও ত্রুটি নেই। ফলে মামলাটি খারিজ করে কমিশনের অবস্থানই বজায় রাখা হয়। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই রায় যে রাজনৈতিক অন্দরে নতুন বিতর্ক উসকে দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

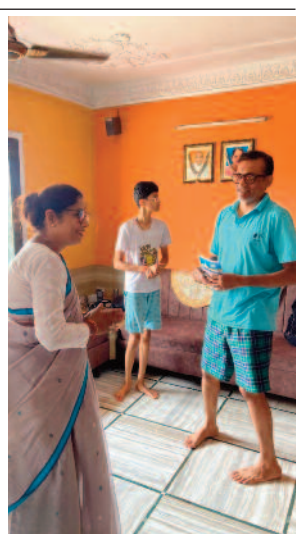

বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করছেন শ্যামপুরের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা।

ভবানীপুরে কেজরির প্রচার, দিল্লি থেকে কটাক্ষে গরম রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আগমন। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে তাঁর প্রচারে নামার ঘোষণায় জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই দিল্লিতে সরব প্রবেশ ভার্মা। তিনি কেজরিওয়ালের নতুন বাসভবন নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, আমরা আপনাদের শিশমহল দুই দেখাব। তাঁর অভিযোগ, যিনি সাধারণ জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিই এখন বিলাসবহুল বাড়িতে থাকছেন। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। কটাক্ষের সুর আরও তীব্র করে বলেন, দিল্লিতে মানুষের সমর্থন হারিয়ে তিনি অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকী কেজরিওয়ালকে 'রহমান ডাকাত'-এর সঙ্গে তুলনাও টানেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে বিরোধী শিবিরে ঐক্যের বার্তা দিতে বাংলায় কেজরিওয়ালের উপস্থিতি, অন্যদিকে বিজেপির ধারালো আক্রমণ; এই দুইয়ের সংঘাতেই নির্বাচনের আবহ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে।

ভোটের মুখে সোমবার থেকে স্কুলে ফিরল অনলাইন পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার আগে শহরের দৈনন্দিন ছন্দে বড়সড় ব্যাঘাত। রাজ্য বিধানসভার প্রস্তুতিতে রাস্তায় নামছে বিপুল সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি যান, ফলে সাধারণ যাত্রী থেকে পড়ুয়া; সকলেই পড়ছেন সমস্যায়। সবচেয়ে বেশি বিপাকে স্কুলপড়ুয়ারা। পুলকার পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু পরিবারে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এক পুলকার সংগঠনের কর্তা সোজাসাপটা বললেন, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে গাড়ি নামানোই ঝুঁকির। তাই আপাতত পরিষেবা বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় নেই। এই অবস্থায় শহরের বহু নামী স্কুল বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অনলাইন পাঠ। এক স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শিশুদের নিরাপত্তা এবং নিয়মিত পড়াশোনা; দুই দিকই মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে বাস পরিষেবাও সংকুচিত। মালিকদের দাবি, প্রায় আশি শতাংশ বাস নির্বাচনী কাজে চলে যাবে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুব কম গাড়ি থাকবে। ভাড়ার অগ্রিম নিয়ে ক্ষোভও শোনা যাচ্ছে তাঁদের গলায়। সব মিলিয়ে ভোটের আবহে কলকাতা যেন খানিক থমকে। আপাতত ফল ঘোষণার পরই স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার আশায় দিন গুনছে শহরবাসী।

বাংলা জয়ের ডাক, হিমন্তের তোপে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় শনিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে তীব্র রাজনৈতিক বার্তা ছুড়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। রাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী সুরে তিনি দাবি করেন, প্রথম দফাতেই একশোর বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, শেষ পর্যন্ত দু'শো পার করবই।

বৈঠকের শুরুতে তিনি অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ি ও গোবর্ধন দাস-এর নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় শুভেচ্ছা জানান। তবে দ্রুতই বক্তব্যের কেন্দ্রে চলে আসে বাংলার রাজনীতি। তাঁর কথায়, পরিবর্তনের ইচ্ছে এ রাজ্যে এখন স্পষ্ট, আগে এমন দেখিনি। সীমান্ত ও জনবিন্যাস প্রসঙ্গে উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন, এই প্রবণতা চলতে থাকলে আগামী কুড়ি বছরে বাংলার ঐতিহ্যই চাপে পড়বে। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় আটকে আছে। শাসকদলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, তুষ্টিকরণ আর অবৈধ অর্থনীতির জন্য অনুপ্রবেশ রোখার ইচ্ছাই নেই। পাল্টা প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন; অন্য রাজ্যে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ এলে আপত্তি কেন? অর্থনীতি নিয়েও কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর গলায়। শিল্প নয়, এখন সিন্ডিকেটই বড় বাস্তবতা, মন্তব্য তাঁর। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে বাংলাকে ফের শিল্পোন্নত রাজ্যে পরিণত করা হবে। সবশেষে তাঁর বার্তা, এই ভোট শুধু রাজ্যের নয়, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়িয়ে।

ভোটের মুখে বাসের আকাল, মেট্রোতেই মিলছে স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের দামামায় মহানগরের রাজপথ আজ কার্যত গণ-পরিবহণ শূন্য। ভোটগ্রহণের প্রয়োজনে শহর ও শহরতলির অধিকাংশ বেসরকারি বাস এবং মিনিবাস এখন সরকারি হেপাজতে। ফলে, চড়া রোদে গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ যাত্রীদের। রাস্তার এই চরম বিশৃঙ্খলার বিপরীতে তিলোত্তমাবাসীর কাছে এখন একমাত্র পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেট্রো রেল। বাসস্ট্যান্ডগুলিতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ক্লান্ত এক নিত্যযাত্রী সুমিত ঘোষের কথায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও নিজের রুটের বাসের দেখা নেই। দু-একটা যা-ও আসছে, তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই। এই গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এখন শাস্তির সমান। রাস্তার এই হাহাকার এড়াতে সাধারণ মানুষ দলে দলে ভিড় করছেন মেট্রো স্টেশনগুলিতে। যানজটহীন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই সফরই এখন কলকাতাবাসীর

কাছে সবচেয়ে নিশ্চিন্তের আশ্রয়। অফিসযাত্রী অনন্যা মুখোপাধ্যায়ের মতে, রাস্তার যা অবস্থা, তাতে মেট্রো না থাকলে আজ কাজে পৌঁছনো অসম্ভব হত। অন্তত এখানে সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছনোর নিশ্চয়তাটুকু পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচনী আবহে গণপরিবহন ব্যবস্থা এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। বাসের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে শেষমেশ পাতালপথকেই বেছে নিচ্ছেন আপামর জনতা। যান্ত্রিক গোলযোগমুক্ত এবং দ্রুতগামী এই পরিষেবার ওপর ভর করেই আপাতত সচল রয়েছে তিলোত্তমার নাড়ি।

বরানগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আলমবাজার মোড়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিহার বিধানসভার সদস্য তেজস্বী যাদব।

সম্পাদকীয়

বাংলাতেও তাহলে শান্তিপূর্ণ ভোট করানো যায়!

প্রথম দফার ভোট শেষ। এবার নজরে দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফাতেই ভোটদানে নজির গড়েছে বাংলা। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ভোটদানের হার ৯৩ শতাংশ ছাড়াতে চলেছে, বলছে কমিশনের হিসেব। এই রাজ্য তো বটেই, বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে সারা দেশে এই ছবি চমকে দেওয়ার মতোই। ২০১১ ও ২০২১ সালের ভোটদানের হারকে ছাপিয়ে গিয়েছে ২০২৬-এর ভোট। কমিশন বলছে, স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোটদানের সর্বোচ্চ হার নাকি এটাই। এর জন্য কমিশন রাজ্যের মানুষকে স্যালুট করেছে। তবে এর জন্য সিংহভাগ কৃতিত্বই দাবি করতে পারে নির্বাচন কমিশন। কারণ, এসআইআর করে বাড়তি নাম তালিকা থেকে বাদ না দিলে এই নজির সম্ভব ছিল না। তবে প্রথম দফার পর সব কিছুকে ছাপিয়ে যে বিষয়টা উঠে আসছে তা হল শান্তিপূর্ণ ভোট। এতটা শান্তিপূর্ণ ভোট শেষ কবে দেখেছে বাংলা মনে করে বলা শক্ত। এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর নেই ভোট। ভোটের আগেও অশান্তির সংখ্যা শূন্য। এটাই তো চেয়েছিল বাংলার সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে গত কয়েকটা নির্বাচনে আমরা যে ছবি দেখেছি, তাতে এবারের ছবি বিরাট স্বস্তি দিয়েছে। এর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এটা বলার দরকার নেই যে কমিশনের এই কড়াকড়ি না থাকলে এই ছবি দেখা যেত না। রাজ্যে প্রথম দফার ভোটকে মোটের উপর শান্তিপূর্ণই বলা যায়। সকালের দিকে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া বড়সড় অশান্তির খবর মেলেনি। মুর্শিদাবাদের ডোমকল, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ, আসানসোল দক্ষিণ, বীরভূমের খয়রাশোল, মুর্শিদাবাদের নওদার মতো কয়েকটি জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির খবর এসেছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় কমিশন রিপোর্ট তলব করেছে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই অশান্তি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। যার অর্থ গোটা নির্বাচনের রাশ ছিল কমিশনের হাতেই। আদতে যা হওয়া উচিত। এটাই তো ।কাম্য। গণতন্ত্রে এটাই হওয়া উচিত। এতদিন এটা কেন করা যায়নি, এবার সেটা উচিত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের। এর জন্য বাংলার মানুষ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছেন কমিশনের। এখন দ্বিতীয় ও শেষ দফা ভালোয় ভালোয় মিটলেই কমিশন একেবারে একশোয় একশো।

শব্দছক ১৪২

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অনটন ৫. চেতনাহীনতা ৮. অনিমন্ত্রিত আগন্তুক ৯. কামনার যোগ ১২. জন্তু-জানোয়ারের গোষ্ঠী ১৩. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৫. মঙ্গল ১৬. কপট ১৭. তোষামোদ ১৮. সমগ্র দিক-সংখ্যা ১৯. যন্ত্রণা ২০. দৃষ্টি

ওপর-নিচ: ২. অন্তরের প্রেম ৩. অন্ন ৪. মৃত ৫. আজকের পূর্বদিন ৬. সাকরেদ ৭. পর্বত ১০. কবরী ১১. গাভীর পাল ১২. হাওয়ার সাহায্য পেতে নৌকোয় টাঙানো পর্দা ১৩. বর্তুলাকার ১৪. লঙ্কাধিপতি ১৬. গর্ত খোঁড়া ১৮. দাম

সমাধান ১৪১ — পাশাপাশি: ২. বরপুত্র ৫. কাজল ৭. অমা ৮. শলা ৯. শোকসন্তপ্ত ১১. প্রভা ১২. কার ১৩. সাথ ১৪. লোল ১৬. আদম ইভ ১৮. রবি ১৯. কর ২০. ঘাতক ২১. পরবাস

ওপর-নিচ: ১. প্রকাশক ২. বল ৩. পুস্তক ৪. সমাপ্ত ৬. জলা ৭. অন্তর ৯. শোভা ১০. সকাল ১১. প্রথম ১৩. সাদর ১৪. লোভ ১৫. অবিকল ১৬. আকণ্ঠ ১৭. ইতর ১৮. রত ২০. ঘাস

আজকের দিন

- ১৯০০ — কানাডার অটোয়া ও হাল শহরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।
- ১৯৬৬ — তাশখন্দে ৭.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়।
- ১৯৮৬ — চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চার নম্বর আরবিএমকে (RBMK) চুল্লিটি বিস্ফোরিত হয়।

জন্মদিন

১৯২৪ বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের জন্মদিন।

১৯৫৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৯০ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনীক ধরের জন্মদিন।

মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার

শান্তনু রায়

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো এবারের বিধানসভা নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ এরাজ্যের পক্ষে তো বটেই, সারা দেশের পক্ষেও। সেজন্য রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের এক গুরুদায়িত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার-রাজ্যের স্বার্থে দেশের স্বার্থে।

এস আই আর ছাকনি প্রয়োগের পর এবারের নির্বাচন একাধিক অর্থে ব্যতিক্রমী।নির্বাচনকে অবাধ ও ভয়শূন্য করার জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাপক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে-শুধু অনেক আগে থেকেই প্রচুর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে নয়, প্রশাসনের খোল নলচে অনেকটাই পালটে দিয়ে এবং আরও অনেক নতুন নতুন বিধিনিষেধ জারি করে- কোন কোন রাজনৈতিক দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগে ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কিছুটা ফ্রি হ্যাণ্ড দিয়ে । প্রথম পর্যায়ের ভোটে ব্যবহার করা হচ্ছে ২৪০৭ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পুলিশ ছাড়াও।তবু লাভপুরে রক্ত ঝরেছে বিরোধীদলের পোলিং এজেন্টের। রণক্ষেত্র হয়েছে নওদা - দেখা গেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনীর সামনেই দফায় দফায় ইটপাটকেল ছোঁড়া বাঁশ লাঠি নিয়ে আক্রমণ, গাড়ি ভাঙচুর এর মত ঘটনা। ডোমকলে আবার নিরাপত্তার অভাবে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারা বিনা ভোটকেন্দ্রে যেতে রাজী হননি।

উল্লেখ্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এস আই আর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিচারকদের উপর হামলা ও ঘেরাওয়ের ঘটনায় শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তীব্র ক্ষোভ প্রহচ্ছে কাশ করে মন্তব্য করেছেন- পশ্চিমবঙ্গের মতো এতটা 'রাজনৈতিকভাবে সমীকরণ' আগে কখনও দেখা যায়নি। তাঁদের আরও পর্যবেক্ষণ -এ রাজ্যে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে প্রায় সব কিছুই রাজনৈতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এমনকি আদালতের নির্দেশ পালন নিয়েও রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট। উক্ত ঘটনা এবং সে ব্যাপারে শীর্ষ আদালতের এবিধ মন্তব্য নিঃসন্দেহে রাজ্যের সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশটি কেমন তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বাস্তবিক চলতি দস্তুরে এ রাজ্যে আগ্রাসী রাজনীতিকরনের জালে আটকে পড়েছে সমগ্র সমাজ।আর এতে যে শাসক দলের একটা সর্বাত্মক ভূমিকা আছে তা বলাই বাহুল্য।

বিচারকদের আটকে রাখা এবং উপর হামলার ঘটনাটিকে নিছক স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন অরাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ মাননীয় প্রধান বিচারপতি আহ্বান জানিয়েছিলেন সব রাজনৈতিকদলকেও এই ঘটনার নিন্দা করতে ।বাস্তবে কি হয়েছে তা সকলেরই জানা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় যে রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের চোখে ধরা পড়বে সীমান্তবর্তী এই রাজ্যের এই নির্বাচন মসনদ ধরে রাখা বনাম মসনদ দখলের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে লড়াই নয়-এর বৃহত্তর ও ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে শুধু রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষিতে নয় জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও। যদিও রাজ্যের শাসকদল শিক্ষা, স্বাস্থ্য,শিল্পায়ন কর্মসংস্থান গণপরিবহন সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় চরম ব্যর্থতা এবং প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতিকে আড়াল করতেই এস আই আর নামক জুজুকে একমাত্র ইস্যু বানিয়ে দৃষ্টি ঘোরানর চেষ্টা করে চলেছে 'বাঙালি অস্মিতা'র দোহাই দিয়ে।

এ মহানগরের সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই মধ্যরাতে কর্তব্যরত পড়ুয়া ডাক্তারের নির্মম হত্যার ঘটনা জেনে স্তম্ভিত হয়েছিল সকলে। ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রাজ্য দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের কোনে কোনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের , এ রাজ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতেও অতিতৎপর রাজ্য প্রশাসনের রূপ দেখারও অভিজ্ঞতাও রাজ্যবাসীর হয়েছে।

অন্যদিকে আর্থিক 'অসঙ্গতির কারণে' নিজের কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এ দিতে অনীহ সরকার সে বছরও পঁচাশি হাজার টাকা করে প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার ক্লাবকে অনুদান দিয়েছিল ।গত বছর এই অনুদান বেড়ে হয় ক্লাবপিছু ১ লক্ষ দশ হাজার টাকা । এ ছাড়াও বিদ্যুৎ মাসুলে ৮০ ছাড় ছাড়াও কার্নিভাল অনুষ্ঠানের জন্য হয় এক বিশাল খরচ।আবার কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এ দিতে অনীহ সরকার প্রচুর টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে বড় বড় আইনজীবী নিয়োগ করে তুচ্ছ কারণে। সবই জনগণের করের টাকায়। অথচ অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামো না থাকায় এক্সরে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না-গুরুতর রোগীকেও পাঠাতে হয় অন্যত্র(সদর হাসপাতাল বা প্রাইভেট রোগ নিরীক্ষন কেন্দ্রে) যা নিয়ে রোগীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ডাক্তার বাবুদের ঝামেলা বাধে হামেশাই-গড়ায় শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত।যদিও একটি এক্সরে মেশিনের দাম তিন লাখ টাকার মতো।আবার এই নগরের পৌর এলাকার মধ্যেই অবস্থিত রাস্তা বেহাল অবস্থায়ও দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার কারণে প্রাণ যায় স্কুল পড়ুয়া কিশোরের।

আর জি করের ঘটনাবলী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোন গুরুতর অপরাধে ন্যায় বিচারের স্বার্থে জরুরী তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও এবং যদি রাজ্য প্রশাসন দুর্নীতি চক্রকে আড়াল করতে, তাদের অপরাধ গোপন করতে মরীয়া হয় কোন এক রহস্যজনক কারণে তবে ন্যায়বিচার পাওয়া নিঃসন্দেহে দুরূহ।

এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক প্রশাসনিক দুর্নীতির ফলে ছাব্বিশ হাজার চাকুরিরত শিক্ষককে বরখাস্ত হতে হয়েছ আদালতের নির্দেশে।আর অযোগ্য প্রার্থীদের কাছে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন শাসকদলের নেতারা বলে শুধু অভিযোগ নয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বান্ধবীর হেফাজত থেকে সেই টাকার একাংশ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে। রেশন দুর্নীতি বালি কয়লা দুর্নীতি সব কিছুতেই নাম জড়িয়েছে মন্ত্রী থেকে দলের অনেক হোমড়া চোমড়ার। দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যেতে হয়েছে একাধিক মন্ত্রী সহ একাধিক অসৎ প্রশাসনিক আধিকারিককেও। এমনকী দুর্নীতির অভিযোগে একটি সংস্থার কর্তার বাড়ী ও অফিসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি ও তদন্ত চলাকালীন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান স্বয়ং মুখ্যসচিব ও রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে নথি ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী নিজের হাতে করে বেরিয়ে আসার মত নজিরবিহীন ঘটনাও এ রাজ্যে ঘটেছে যে সম্পর্কে মামালায় মন্তব্য করতে গিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা বলতে বাধ্য হয়েছেন-তদন্ত চলাকালীন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে উপস্থিত হওয়া আমরা কল্পনাও করিনি। এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে।

অথচ এবিধ সীমাহীন অপকর্ম ও ভনিতা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে প্রতিক্রিয়াহীন অনুপ্রেরণায় 'আপ্লুত' রাজ্যের বৌদ্ধিক মহলও। বস্তুত এ রাজ্যে, হয়ত সারা দেশেই বৌদ্ধিক মহল আমরা-ওরা য় বিভাজিত।এডওয়ার্ড সাঈদ এর মতে বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ হলো সত্য বলা এবং আপোষহীনতা। এ রাজ্যে অবশ্য বাছাই প্রতিবাদে অভ্যস্তজনেরা এসব নীতিবাক্যকে থোড়াই কেয়ার করেন। শীর্ষ মহলের অনুপ্রেরণা না পেলে এঁরা বুঝতেই পারেন না কখন নড়েচড়ে বসতে হবে ,কখন ক্যা ক্যার সঙ্গে গলা মেলাতে হবে। আবার শাসক দল কিংবা সরকারি মদতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মঞ্চ মাঝে মধ্যেই সক্রিয় হয় প্রেসক্লাবে বা অন্যত্র, যখনই প্রশাসনিক মদতে কিংবা গাফিলতিতে ঘটা মারাত্মক অপকর্ম প্রকাশ্যে আসার পর সাধারনের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয় তখন সরকারের সাফাই এর সমর্থনে শাসক দলের আখ্যান অনুযায়ী নির্লজ্জ গলাবাজি করতে , তা সে বগটুই কিংবা হাঁসখালির ঘটনা হোক কিংবা আর জি কর এর মতো সেই নারকীয় ও বীভৎস ঘটনাই হোক।

আবার ভোটের আগে এ ধরনের মঞ্চ আলো করারাই বিশেষ একটি দলকে ভোট না দেবার আহ্বান জানান কৌশলে মনিবের দলকে জেতানোর নিদান দিয়ে।সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তনের প্রাথমিক প্রয়াসেই এদেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' করার বিশেষ একটি দলের 'পরিকল্পনা'য় এঁদের গুরুতর শিরঃপীড়া হয় । এদের ভূমিকা অনেকটা ভাড়া করা এক ভোট কুশলী সংস্থার মতো।মনিবের নির্দেশ এলেই নেমে পড়ে পথে 'বুদ্ধিজীবী'র ছদ্মবেশে হাওয়া গরম করতে। ওয়াকফ আইন কিংবা নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাণ্ডব চালালে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলে কিংবা বিশেষধর্মাবলম্বী বাবা ছেলেকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে সরব সমক্ষে পিটিয়ে খুন করলে এদের মুখে একটি বাক্যি সরেনা , বিবেক বন্ধক দেওয়ার কারণে। গত এক/দেড় দশকে গঙ্গা দিয়ে বহে গেছে বিস্তর জল-ঘটে গেছে অবস্থা ও অবস্থান এর গুণগত পরিবর্তন-আপন স্বার্থে লক্ষ্যে অযাচিত আত্মসমর্পন আত্মবিপননও আজ অস্বাভাবিক নয়। এদের মধ্যে যেমন আছেন কবি থেকে রাজ দরবারে 'উত্তরণ'ঘটা সভাকবিও, শাসকের কাব্যচর্চা এ বিশ্বস্ত সহযোগী বিধায় পারিতোষিক প্রাপ্তির প্রতিদান হিসাবে আনুগত্য জ্ঞাপনে শাসকদলের আখ্যান অনুযায়ী এস আই আর এর মাধ্যমে রাজ্যে ঘুরপথে রাষ্ট্রপতিশাসন জারির স্বকপোলকল্পিত 'দুর্ভাবনায়' কবিতা রচনা করতে হয় । আবার পদপ্রাপ্তি হলেও তা রক্ষা করতে, ক্ষমতার অলিন্দের নৈকট্যের খাতিরে মাঝে মধ্যে,নির্বাচনের প্রাক্কালে তো বটেই, লিখতে হয় ফরমায়েসি রচনা নিছক স্তাবকতায়।আবার কোন কবি যিনি পূর্ব আমলে সংস্কৃতিবান শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সময় বুঝে রং পালটে তিনি নব্য ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তেও স্থান করে নেন 'সময়োচিত'ভূমিকা পালন করে। আবার মতাদর্শ গত বিরোধিতায় যে অধ্যাপকের নজরে শুধু পড়ে অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রের শাসক দলের কর্পোরেটের আঁতাত প্রকাশের জন্য সাংবাদিকের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা কিংবা শাসকের সঙ্গে সুর মেলানো 'গোদি মিডিয়া' কিন্তু ভুলেও তাঁদের নজরে পড়ে না এ রাজ্যের অবস্থা ও পরিবেশ- রাজ্যের শাসকের অসহিষ্ণুতাজনিত চেতাবনির 'অনুপ্রেরণা'র ফলশ্রুতি বছর দুই আগে এক ইউটিউবার সংবাদ চ্যানেলের মালিককে সস্ত্রীক গ্রেফতার সহ বিভিন্ন ইউটিবারদের হেনস্তার ঘটনাবলী। যাতে পরিস্ফুট হয়েছিল একটিই বার্তা -শাসকের কোন সমালোচনা নয়। রিপোর্টার্স উইদাউট বরডারস এ উল্ললেখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার নিরিখে ভারতের স্থান বিচার কালে রাজ্যের এ ঘটনা গুলিও বিচারের আওতায় আসে।

নিজের চাকুরিস্থল বা আবাসস্থল এ ঝামেলা এড়াতে এই এড়িয়ে থাকার সুবিধাবাদ ও দ্বিচারিতাও হয়তো স্বাভাবিক।মনে রাখতে হবে প্রাণসংশয় না ঘটিয়েও সাংবাদিককে সবক শেখানো বা তাঁবে আনার বিবিধ অস্ত্র চতুর শাসকের আয়ত্তাধীন।

১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থা সময়েও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ঘটনার উল্লেখ করলেও দেশের 'বর্তমান পরিস্থিতি বিগত সময় তথা ঘোষিত ইমার্জেন্সীর চাইতেও অনেক বেশি বিপজ্জনক' বলে মনে করেন যে আত্মসর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ধামাধরা 'মান্যজনেরা' তারা কিন্তু ভুলেও উচ্চারণ করেন না এ রাজ্যে কি চলছে সে ব্যাপারে । তাহলে তো মস্ত বিপদ। এও লক্ষ্যনীয় ক্ষমতায় না-থাকাকালীন যে রাজনৈতিক শক্তি বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতায় কোনরকম হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কিংবা সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে গলা ফাটান-হয়ত কিছুটা নিজেদের সুবিধার্থেও, ক্ষমতায় আসীন হতে পারলে(সংবাদ মাধ্যমের অনুকুল কভারেজ ও প্রচারের সহায়তায়ও) তাদের রূপ পালটাতে সময় বেশি লাগে না অনায়াসে সাংবাদিকদের প্রতি তাচ্ছিল্যে করা যায় 'দু'পয়সার সাংবাদিক' জাতীয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ উচ্চারণ-বিচারপতিকে করা যায় কটাক্ষ ব্যক্তিগত আক্রমনও,আদেশ নিজেদের অনুকুলে না গেলে।

সরকারি বিজ্ঞাপনের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছোট ছোট সংবাদপত্রের 'পজিটিভ' খবর প্রকাশের জন্য প্রশাসনিক শীর্ষ মহলের পরামর্শ(নির্দেশ?) অনুমেয়। অসহিষ্ণু শাসক সর্বদা চায় স্তাবকতা নিজের ঢাক পেটানো- ভুল ত্রুটি অন্যায় বেনিয়ম এর ঘটনার মত 'নেগেটিভ' খবর নৈব নৈব চ।

কিন্তু আক্ষেপ হয় অনেক সময় 'নিরপেক্ষ' নামধারী বহুল প্রচারিত বড় হাউসের সংবাদপত্রও সরকারি বিজ্ঞাপন হারানো এবং পাছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শাসক-বিরোধী সমীকরন অস্বস্তিতে পড়ে ,এক অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতাসীন মহাজোটের অন্যতম শরিকের 'অনুপ্রেরণা'র সুশাসনের স্বরূপে রাজ্যে গণতন্ত্র কেমন চলছে সে আশংকায় কিল খেয়ে কিল চুরি করা দেখে। এখনও 'শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে দেয়নি' এমন সংবাদ মাধ্যমের কাজটাও কঠিন হয়ে পড়ে নাকি এর ফলে-তাহলে সাধারন মানুষও কাদের ভরসা করবে ?

এই ভোটে বোতাম টেপার আগে সচেতন বাঙ্গালির এবিধ ঘটনাবলী এবং এই জামানার অন্যান্য অপকর্মের কথা স্মরণ পড়লে সেই অনুযায়ী সাহসী পদক্ষেপ সম্ভব হলো কিনা হবে তা জানতে ধৈর্য ধরতে হবে চার তারিখ পর্যন্ত ।

জনপ্রিয়তাই শংকরের ট্রেডমার্ক

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের পরিসর সুবিস্তৃত নয় । সময়ের বিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, বিনোদনের প্রতিযোগিতায় সমাদরে টান পড়ে। সেক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ধরে রাখাটাও সময়ের আনুকূল্য লাভ করে না। উল্টে প্রথম দিকের বিপুল জনপ্রিয়তাও শেষের দিকে এসে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া জনপ্রিয়তার প্রকৃতিই অনিশ্চিত ও স্বল্পস্থায়ী, অচিরেই তার রেশ থেমে যায়। সেদিক থেকে এ কালের বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের কয়েকটি নামের মধ্যেই কথাসাহিত্যিক শংকরের (৭ ডিসেম্বর ১৯৩৩-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) নাম উঠে আসে। ওপার বাংলার হুমায়ুন আহমেদের মতো এপার বাংলার শংকরের নামডাক। সম্প্রতি তাঁর বিরানব্বই বছরে চলে যাওয়া একটি গভীর শূন্যতা বৈকি!

তাঁর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা ছিল । জীবদ্দশাতেই তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয় সমালোচনাকে আমন্ত্রণ জানায়। এমনিতেই জনপ্রিয়তাকে শিল্প-সাহিত্যে উচ্চ মূল্য দেওয়া হয় না, উল্টে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতাকে সক্রিয় করে তোলে ।শংকরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয় ।তাঁর উপন্যাস নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের মতো মহান পরিচালকের সিনেমাও তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আভিজাত্যের আসনে সমাসীন করতে পারেনি, অ্যাকাডেমিক আলোচনাতেও সরবতা লাভ করেনি। অথচ পাঠকমহলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে । বাংলাদেশে হুমায়ুন আহমেদের বই কেনার জন্য পাঠককে লাইনে দাঁড়াতে হত,প্রকাশকেও লেখকের দ্বারে লক্ষ্মী লাভের প্রতিযোগিতায় নামার কথাও জানা। এই ঈর্ষণীয় লেখকের কথা এপারের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সমরেশ মজুমদার লিখে গিয়েছেন। এ পারে সেই জনপ্রিয়তার ধারা শঙ্কর হুমায়ুন আহমেদের আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। বই বিক্রির নিরিখে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা আজও সমান সচল।

জীবদ্দশাতেই বইয়ের বাজারে তাঁর বইয়ের বিস্ময়কর কাটতিই প্রকাশকের 'লক্ষ্মী লাভের বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে। উনিশ বছরে প্রথম বই 'কত অজানারে'(১৯৫৫) 'দেশ'-এ ধারাবাহিক প্রকাশকালে(১৯৫৪) বিপুল সাড়া ফেলে দেয়। সেই সমাদর পাঠকের দরবারে পৌঁছে যেতে সময় লাগেনি। বরং সেই জনপ্রিয়তা তাঁর খ্যাতির বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম বইটির বিপুল জনপ্রিয়তা যেমন লটারি পাওয়ার সৌভাগ্য বয়ে আনে, তেমনই 'ওয়ান বুক ওয়াণ্ডার' থেকে 'ওয়ান বুক অথরে'র আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। এজন্য সাত বছর পরে ১৯৬১তে 'দেশ'-এ ধারাবাহিক বেরোনোয় শংকরের জীবনে স্বস্তি বয়ে আনে। ১৯৬২-র ১০ জুন তাঁর বিয়ের দিন তাঁর দ্বিতীয় বই 'চৌরঙ্গী' প্রকাশের পর তাঁর জনপ্রিয়তা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। জন্মদিন,বিয়ে থেকে উপনয়ন সর্বত্র তা উপহারের সামগ্রী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৮তে সেটি উত্তমকুমারের অভিনীত সিনেমা হিসেবেও সাড়া ফেলে দেয়। সেক্ষেত্রে শংকরের 'চৌরঙ্গী'র সেই জনপ্রিয়তা উপন্যাসটির প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্তির (১০ জুন ২০১২) অনুষ্ঠানে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সেদিন তিনি 'চৌরঙ্গী'র বিপুল সাফল্যের আলোয় স্বপ্ন পূরণের আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে শংকরের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বই প্রকাশেই তাঁর পাঠকসমাদরে জোয়ার আসে । ১৯৬৫-তে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরোয় তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি'। কলকাতার সত্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১-এ পত্রিকায়), 'জন-অরণ্য' (১৯৭৩) ও 'আশা আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশের পর শংকরের জনপ্রিয়তা শুধু অক্ষুণ্ণ থাকেনি, রীতিমত বিস্ফোরণের দিকে সক্রিয় হয়। শেষ তিনটি উপন্যাস শঙ্করের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ট্রিলজি দে'জ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁরই পরিকল্পনায় । ১৯৭৬-এ 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল' নামে প্রকাশিত ট্রিলজিটি বিক্রির নিরিখে প্রকাশনা জগৎকেই বিস্মিত করে তোলে। পাঁচ বছরে এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়। বইটির প্রচ্ছদে অচিরেই '২ লাখ কপি মুদ্রিত' হওয়ার কথা উঠে আসে। শুধুমাত্র তাই নয়, ট্রিলজিটি প্রকাশের পাঁচ বছরের পর পয়লা বৈশাখের পরের দিন ১৯৮১-এর ১৬ এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শংকরের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় 'শংকর প্রকাশকের লক্ষ্মী' শিরোনামে।

শংকরের বই বিক্রির প্রাচুর্যই বলে দেয় তাঁর ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা কত উত্তুঙ্গে ছিল যা তাঁর বাকি জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। অথচ এত বিপুল জনপ্রিয়তাতেও তাঁর কৃতিত্ব জাহিরে অনীহা শুধু বিস্ময়কর নয়, তার প্রকাশেও পরমুখাপেক্ষী । সেক্ষেত্রে তাঁর আত্মসচেতন সরল স্বীকারোক্তেও তাঁর অসাধারণত্ব বেরিয়ে পড়ে। এ কথা অনস্বীকার্য, শংকরের আরও দুটি উপন্যাস সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় সিনেমা হওয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। সিনেমার দৌলতে পাঠকের চাহিদা বাড়ে, বইয়ের বাজারও গতি লাভ করে। শংকরের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। সেকথা শংকর অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর বইয়ের একের পর এক পুনর্মুদ্রণে যে সেই সব সিনেমার ভূমিকা বর্তমান, সেকথা তিনিও ঠাট্টা করে বলতেন 'বিখ্যাত করার মূলে 'জামাই'রা।গল্প-উপন্যাস হল কন্যা, আর তার থেকে 'চৌরঙ্গী', 'সীমাবদ্ধ', 'জন অরণ্য' ইত্যাদি যত সিনেমা-নাটক হয়েছে, তারা 'জামাই'।' শুধু তাই নয়, সত্যজিৎ রায় যে তাঁকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন, সেকথাও জানাতেন সগর্বে। অথচ তাঁর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের সিনেমাটি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত নয়, পিনাকীভূষণ মুখার্জীর। সিনেমাটিও জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্যদিকে শংকরের পরিচিতি থেকে বই বিক্রি সবেতেই তাঁর উপন্যাসের সিনেমাগুলি প্রভাব বিস্তার করলেও তাতে তাঁর কৃতিত্বকে কোনওভাবেই খাটো করা যায় না, বরং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকেই অনস্বীকার্য করে তোলে। ২০১২-তে 'চৌরঙ্গী' প্রকাশের পঞ্চাশ বছরে উপন্যাসটির ১১১তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে শুধু উপন্যাস নয়, তার অন্যরকমের বইও বিপুল পাঠকসমাদর লাভ করে। সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণের নিরিখে শংকরের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে শংকরের গবেষণাধর্মী বইগুলিও তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর 'একাদশ অশ্বারোহী', 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' প্রভৃতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথমটি 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিক বেরোনোর পর ২০১৬-তে বই প্রকাশেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক বছরের মধ্যেই 'পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। এই জনপ্রিয়তাই শংকরের ট্রেড মার্ক মার্ক হয়ে ওঠে। অথচ তাতেও তাঁর মনে পবিত্র অসন্তোষ লেগেছিল আজীবন।

শংকরের সব ধরনের বই বেস্ট সেলারেই তাঁর ডাকনাম থেকে নামডাকে মহীরূহ হয়ে ওঠে। সেখানে প্রকাশনার লক্ষ্মী লাভের অসাধারণ বিজ্ঞাপনই তাঁর পরিচিতির মুখে এঁটে বসে, খ্যাতির আলোও তাতেই মেলে। অন্যদিকে স্বাভাবিক ভাবেই তুমুল জনপ্রিয়তাই তাঁকে সিরিয়াস সাহিত্যিকের সমাদরে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এজন্য তাঁর বাংলা সাহিত্যের সাড়া জাগানো জনপ্রিয় লেখক হয়েও সমকালের লেখককুলেরও নীরবতার শিকার হতে হয়েছে। ১৯৮১-তে আনন্দবাজারের পর ১৯৮৩-তে 'The Telegraph'-এ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের 'They on Shankar' শিরোনামের বক্সে শংকর সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানা যায়। এতে বিমল কর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমরেশ বসুর শংকরের লেখা বিষয়ে না পড়া বা ভালো করে না জানার জন্য মন্তব্য থেকে বিরত থাকার কথা স্বাভাবিক ভাবেই ভাবিয়ে তোলে। অন্যদিকে শংকরের বই বিক্রি নিয়ে কোনও ছুঁৎমার্গ বা হীনমন্যতা ছিল না। সেখানেই তিনি অকপটে জানিয়েছেন, 'I'm not ashamed of the salesman'। বই বিক্রির প্রাচুর্য তাঁর আভিজাত্য হলেও শংকর তাঁর জনপ্রিয়তায় বিচলিত বা বিগলিত হননি। কেননা তিনি মৃত্যুর পরে আসল জনপ্রিয়তার প্রত্যাশার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কথা তুললে তিনি রসিকতা করে বলতেন 'দূর! সাহিত্য হল বিমা করার মতো! যা পাবে সব মৃত্যুর পরে।' বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী লেখকদের মতো তাঁর অমরত্বের প্রতি সতৃষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি আজীবন জেগে ছিল। তা তাঁর লেখাতেও উঠে এসেছে। তাঁর আত্মজীবনীকেন্দ্রিক বই 'একা একা একাশী' (২০১৫) সাহিত্য অকাদেমি সম্মান লাভ করে । বইটির পরিবর্ধিত সপ্তম মুদ্রণের (২০২১) শেষ পৃষ্ঠায় শংকরের মোক্ষম কথাটি সাক্ষাৎকার সূত্রে বেরিয়ে এসেছে, 'আমার একান্ত উইশ হল, মারা যাওয়ার পরেও ক' বছর বেঁচে থাকা'। অনেক জনপ্রিয় লেখকই জীবিতকালেই জনপ্রিয়তা হারান, অথবা, মৃত্যুর পর জনপ্রিয়তাই শুধু নয়, অস্তিত্ব সংকটেও পড়েন। সেক্ষেত্রে আজীবন জনপ্রিয় থেকেও সে অমৃতলোকের প্রতি সবিনয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন,এ বড় কম কথা নয়। অথচ পাঠকের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

শংকর তাঁর লেখক জীবন থেকেই পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন আজীবন। সেখানে পাঠকপ্রিয় লেখকেব আসনে তাঁর জনপ্রিয় ভাবমূর্তি তাঁকে ক্রমশ যেমন আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় করে,তেমনই আত্মসচেতনতাতেও আন্তরিক করে তোলে। এজন্য এ কালের পাঠকসমাদরকে তিনি উপেক্ষা করেননি, বরং সময়বিশেষে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছেন। ২০১২-তে 'চৌরঙ্গী'র প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে তার সেই পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। শংকর সেই অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্যের ('সংবাদ প্রতিদিন'-এর রোববার-এ ১৫ মার্চ ২০২৬-এ প্রকাশিত) শেষে বিনম্র চিত্তে জানিয়েছেন 'কিন্তু আজ আপনাদের ভালবাসায় বন্দি হতে পেরে, বহু বছর পরে, এই ক্লান্ত লেখকটি আপনাদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য দু'টি হাতই উপরের দিকে তুলে দিতে চাইছে। আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন,আমার শত দোষ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এই স্মরণীয় দিনে আমাকে দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না।' সেক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও শংকরের মধ্যে অবিস্মরণীয় হওয়ার জন্য যে তীব্র আকুতি ও দুর্বলতা প্রতীয়মান, তা তাঁর সুগভীর আত্মসচেতনতা থেকেই এসেছে। কালান্তরে বিস্মৃতিতে নিঃস্ব হওয়ার পবিত্র অসন্তোষ আত্মসচেতন শিল্পী মাত্রই অনস্বীকার্য। সেখানে শংকরের অবিরত জনপ্রিয়তাই তাঁকে যেমন পাওয়ার আনন্দে আত্মবিশ্বাসী করেছে, তেমনই পেয়ে হারানোর আতঙ্কে আরও বেশি সতর্ক করে তুলেছে। মৃত্যুর পরে আরও কয়েক রছর পাঠকের মাঝে বেঁচে থাকার সদিচ্ছাই তাঁর প্রখর আত্মসচেতনতারই পরিচয়। জনপ্রিয়তার আসল পরিচয় মেলে মৃত্যুর পরে। সেখানে প্রয়োজন আর আয়োজন সবকিছুর উর্ধ্বে তার অপরিহার্যতা। শংকরের এ কালের জনপ্রিয়তার ভিতেই তার নিবিড় আয়োজন। এজন্য তাঁর বই না পড়েও পাঠক তাঁর নাম জানে, তাঁর বইয়ের নামও বলে দিতে পারে। তাঁর অসংখ্য বইয়ের বিপুল জনপ্রিয়তাই 'এক ব্যাগ শংকর'-এ সমাদর লাভ করে । শুধু তাই নয়, জনপ্রিয়তা লাভ করা কঠিন, ধরে রাখা আরও কঠিন । সেক্ষেত্রে শংকর সেই কাজটি স্বকীয় প্রতিভায় অবলীলায় করে দেখিয়ে গিয়েছেন। অনেক জনপ্রিয় লেখকই জীবিতকালেই বিস্মৃত হয়ে পড়েন। সেখানে শংকর আজীবন জনপ্রিয় থেকেই রাজার মতোই চলে গেলেন। অন্যদিকে তাঁর আসল নাম মণিশংকর মুখোপাধ্যায় । নিজের নামের লেজামুড়ো ছেঁটে তার পেটিতেই তিনি শংকর হয়ে থেকে গেলেন আজীবন । এ রকম দৃষ্টান্তও বাংলা সাহিত্যে নেই। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাই তাঁর প্রকট অস্তিত্ব । শুধু তাই নয়, যে জনপ্রিয়তা কবি-সাহিত্যিকের কাছে দুর্লভ প্রাপ্তির মতো অধরা মাধুরী,তাই শংকরের দৌলতে মামার বাড়ির আব্দারের সুলভ মনে হয়েছে। সেখানে শংকর শুধু জনপ্রিয় লেখকই নন, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিও। 'শংকরের মতো জনপ্রিয়' মানদণ্ডটিই বলে দেয় শংকর ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। জনপ্রিয়তাই যে শংকরের ট্রেড মার্ক, ভাবা যায় !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

জঙ্গলমহলের দুই জেলায় প্রত্যয়ী তৃণমূল ও বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়ায় তৃণমূল শিবির যেমন ভোটারদের প্রতিবাদের প্রত্যয় বলে মনে করছে তেমনই অন্যদিকে পরিবর্তনের সংকেত দেখছে গেরুয়া শিবির। দুই জেলাতেই দুপুর তিনটের মধ্যে প্রায় ৮১ শতাংশ ভোট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে ভোট দানের হার দাঁড়ায় ৯২ শতাংশ এবং ঝাড়গ্রামে ৯২.২৬ শতাংশ। সর্বকালীন রেকর্ড ভোট পড়ায় দুই জেলাতেই জুজুধান বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে কাটা ছেঁড়া বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে।

ঝাড়গ্রামের তৃণমূল নেতা অজিত মাহাতো, প্রসূন ষড়ঙ্গি, দুলাল মুর্মু ও মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা দিনের রায়, প্রদ্যোৎ ঘোষদের দাবি, এসআইআরের যন্ত্রণায় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের বিষয়টিও মাথায় রেখে তৃণমূলকে ঢালাও ভোট দিয়েছে এবার। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধা পেয়ে উপভোক্তারা তৃণমূলের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপ্ত মহিলারা জোড়া ফুলে বেশি ভোট দিয়েছেন। এছাড়াও কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ও আবাস যোজনার বঞ্চনার প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

দুই জেলায় এই বিপুল পরিমাণ ভোটদানে অবশ্য পরিবর্তনের সুস্পষ্ট আভাস দেখছেন বিজেপি নেতারা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুরের প্রার্থী প্রণত টুডু, গোপীবল্লভপুরের রাজেশ মাহাতো ও ঝাড়গ্রামের লক্ষীকান্ত সাউ সহ মেদিনীপুরের প্রার্থী শংকর গুছাইত, খড়গপুরের দিলীপ ঘোষ, গড়বেতার প্রদীপ লোধারা মনে করছেন, পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন।

এতদিন যেভাবে ভোট চুরি, বুথ দখল, ছাপ্পা, রিংগিং হয়েছে এবার তা করতে পারেনি। তাছাড়া এবার বিপুলসংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক জেলায় ফিরে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাছাড়া আলু চাষিরাও দুহাত তুলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এত বেশি ভোট দান মানেই পরিবর্তনের লক্ষণ।

ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫ টি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীরা প্রত্যেকেই জেতার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

প্রতিটি কেন্দ্রে জয় লাভ করে ফের ক্ষমতায় ফিরে আসার নিশ্চয়তায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে যেমন বিজয়ী উৎসব পালনের তোড়জোড় শুরু করার ইঙ্গিত মিলেছে তেমনি বেশিরভাগ আসনেই জয়ী হয়ে পরিবর্তনের সরকার গড়ার প্রত্যয়ে গেরুয়া আবির খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি শিবির।

বাংলায় সরকার বদলের দাবি রাজনাথ সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের উত্তাপে সরগরম আরামবাগ মহকুমা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার কর্মসূচির মাঝেই এদিন এক গোঘাটে বিজেপির রোড শো থেকে জোরালো বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে জল্পনা ও চর্চা।

মঞ্চ থেকে বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, 'সবার আগে আমি বাংলার মাটিকে এবং বাংলার মানুষকে আমি প্রণাম জানাই।' এরপরই তিনি বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভোটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতে বাংলায় এত উচ্চ ভোটদানের নজির খুব কমই দেখা গিয়েছে। তিনি জানান, ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার সময় প্রায় ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল, কিন্তু এবারের প্রথম দফায় সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৩ শতাংশে।

তাঁর দাবি, এই বাড়তি ভোটদানের হারই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। তাঁর কথায়, এবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার চলে যাচ্ছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসছে। আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গেও কড়া বার্তা দেন তিনি। বলেন, বাংলার গুন্ডারা বাইরে ঘুরতে পারবে না, আইন অনুযায়ী তাদের জেলে থাকতে হবে। একইসঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করা হবে।

অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, দেশের যে সব রাজ্যে বিজেপি সরকার রয়েছে, সেখানে সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ক্ষমতায় এলে একই নিয়ম চালু করা হবে। পাশাপাশি কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উন্নয়নের আশ্বাস দেন তিনি। ভোটের আবহকে তুলে ধরে তিনি বলেন, ডর আপকা আউট হোনা চাহিয়ে, ভরোসা আপকা ইন হোনা চাহিয়ে। তাঁর মতে, এই নির্বাচন ভয় বনাম ভরসার লড়াই, এবং এই লড়াইয়ে জয় হবে ভরসার, যার প্রতীক ভারতীয় জনতা পার্টি।

JANATA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
2, DR. DEODAR RAHMAN ROAD
KOLKATA 700 033

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপরিউক্ত সমবায় সমিতির পক্ষে সর্বসাধারণের নিকট জানানো হইতেছে যে সমিতির তরফ থেকে পূর্বতন সদস্য, শ্রী অসিত বরণ মাইতি, পিতা স্বর্গতঃ নিশিকান্ত মাইতি, যাহাকে আর-৫/৪ ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করা হইয়াছিল, সেই সদস্য গত ২৬শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে প্রয়াত হইয়াছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও উনার নমিনি এখনো অবধি কাগজপত্র লইয়া ওই সদস্যপদ দাবী করিতে আসেন নাই। তাই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যদি কেহ কাগজপত্রাদি সহ দাবি না জানান তাহা হইলে সমিতি সমবায় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবে, এবং অন্য কাহাকেও ওই ব্যক্তির জায়গায় সদস্য লইতে পারিবে। ইহা অত্যন্ত জরুরি। -সম্পাদক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপীয়র সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স দিব্যা ফ্যাশন ১০/১/১সি, ডা. রামমোহন লোহিয়া সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৭। ২. শ্রী রোহিত খান্ডেলওয়াল (স্বত্বা.) পিতা গোপাল দাস খান্ডেলওয়াল, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, এই-৪, রবীন্দ্র পল্লি, কেষ্টপুর, পো - প্রফুল্ল কানন,থানা- বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১০১	ক) ১,৭৭,৭১,৪৭৭.০০ টাকা লোন এ/সি নং **********7980, ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ৮১,৮৮, ৮৪১.৯৬ টাকা লোন এ/সি নং **********2777, ৩০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৪.১১.২০২৫ গ) ২২.০৪.২০২৬

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তি নং ২. : প্রথম তপশিল : (জমি সম্পত্তি) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা , সিএস (সাবেক) দাগ নং ৫৫৯৩, আরএস (হাল) এবং এলআর দাগনং ৩৮২৬, সিএস (সাবেক) খতিয়ান নং ১৮৪৪ ,আরএস (হাল) খতিয়ান ১৯১৪, এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২১১৯০, মৌজা - গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : এয়ারপোর্ট এবং এডিএসআর অফিস বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি,এবং বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১১৫, ব্লক জে, কলকাতা - ৭০০১৩৬, তপশিল সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ জমির আরএস দাগ নং ৩৮২৫ এবং ৩৮২৬। দক্ষিণে : ২৩ ফুট চওড়া পুরসভা রোড।পূর্বে : অংশ জমির আরএস দাগ নং ৩৮২৬।পশ্চিমে : অংশ জমির আরএস দাগ নং ৩৭৭০ ।সড়কের নাম পূর্ব বেড়াবেড়ি (গোপালপুর)। দ্বিতীয় তপশিল (বন্ধকদত্ত ইউনিট) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ হল রুম এবং এক কিচেন এবং দুই টয়লেট তিনতলায় (জি-২) পরিমাপ আনুমানিক ৩১২০ বর্গ ফুট (এম/এল) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোজাইক মেঝে উক্ত ভবনে আধা বাণিজ্যিক স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হবে সকলের ব্যবহারের স্থান এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যথাযথ ভাগ অংশ প্রথম তপশিল এবং সংযুক্ত ছক উক্ত হল রুম চিহ্নিত লাল কালিতে দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য। সম্পত্তি শ্রী রোহিত খান্ডেলওয়াল এর নামে।

তারিখ : ২৬.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

বাংলায় খেলা শেষ, উন্নয়ন শুরু, মমতাকে হুঁশিয়ারি যোগীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাংলায় খেলা শেষ উন্নয়ন শুরু বাগদার সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মতুয়া অধ্যুষিত বাগদাতে মতুয়াদের মন পেতে মতুয়া অস্ত্রে শান যোগীর। বাগদার হেলেঞ্চা কলাবাগান এলাকায় বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের সমর্থনে শনিবার সভা করতে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। বাংলায় বিকাশের টাকা লুঠ করা হয়। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে খেলা হবে আমি বলছি খেলা শেষ উন্নয়ন শুরু।

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **PREM BANSFORE and 972A, Bhutbagan P.O.:- Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, PREM BANSFORE (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore	BIZPUR PS GDE NO-700 & 712 dated 01-04-2023	Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore	Under Section 110 CRP.C Habitual offenders
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS CASE NO-248/2019 Dated 11-05-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 147/148/325/341 IPC punishment for rioting, rioting while armed with a deadly weapon, grievous hurt , wrongful restrain \

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name and address of candidate : **Pradip Sarkar,** Vill - Belemath Belgoria, P.O.- Fulia Boyra, P.S.- Santipur, Dist.- Nadia, Pin- 741402.
Name of Political Party (Independent candidates should write "Independent" here) : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
*Name of Constituency : **87- Ranaghat Uttar Paschim Assembly**
I, **Pradip Sarkar** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1034/23	Pending	u/s-341/384/323/325/34/506 IPC Political Cases
2.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1062/24	Pending	u/s-126(B)/115(2)/117(2)/3(5) of B.N.S. Political Cases

(B) Details about cased of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name of Political Party : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	87/ Ranaghat Uttar Paschim	PRADIP SARKAR	Santipur PS	1034/23 u/s 341/384/323/ 325/34/506 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
			Santipur PS	1062/24 u/s 126(b)/115(2)/ 117(2)/3(5) of B.N.S.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ ইমেল - sbi.15342@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **১. শ্রীমতি সীমা সাহা রুদ্র,** স্বামী শ্রী তপন সাহা এবং **২. শ্রী তপন সাহা,** পিতা রমনীমোহন সাহা, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম বাণীপুর, প্রান্তিকা, পো -বাণীপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৩৩। **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** **এ/সি নং : ৩৫০৩১৭৭৬০৭৮ (এইচবিএল) এবং ৩৫০৩১৭৭৮৭৫৭ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ এরিয়া ৫.৪৭ শতক কমবেশি মৌজা- আসরাফাবাদ, জেএল নং ৮৪, আরএস নং ৩০৬, তৌজি নং ২১৬৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৩৪,খতিয়ান নং ২৮২, ২৭৫৪, ২৭৫৬, ২৭৬০, ২৭৫৭, ২৭৫৫, ২৭৬১, ২৭৫৮, ২৭৫৯, ২৭৬৫, ২৭৬৬, ২৭৬৮, ২৭৬৭, ২৭৬৯, ২৭৬৩, ২৭৬২, ২৭৬৪, এলআর খতিয়ান নং ৩২৩২, ওয়ার্ড নং ২৪, হাবড়া পুরসভার অধীন, গ্রাম : বাণীপুর প্রান্তিকা, পো : বাণীপুর, থানা : হাবড়া, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা। পিন - ৭৪৩২৩৩। **দলিল নং ০৫৬৫১ -২০১৩, ঘোষণা দলিল নং ০৭২৩৮ -২০১৩ সালের** এডিএসআরও হাবড়া। সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা সাহা স্বামী তপন সাহার নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : অন্যান্য ব্যক্তির ভবন। পূর্বে : সাব এফ প্লট দাগ নং ২২৩৫ অধীন। পশ্চিমে : শ্রীমতি সীমা সাহা কর্তৃক ক্রয় করা জমি সাব প্লট ই, ২৩.০৪.২০২৬।	১) ০২.০২.২০২৬ ২) ২৩.০৪.২০২৬ ৩) ৬,৯৭,২৭৯.৭৬ টাকা **(ছয় লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো উনআশি টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা ০২.০২.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সমীরণ ঘোষ,** **ঠিকানা :** গ্রাম : দিঘা বটতলা, গ্রাম এবং পো : দিঘা, থানা : গাইঘাটা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭৪৩২৪৫। জামিনদাতা : **শ্রী সমীর ঘোষ এবং শ্রীমতি মৌসুমী ঘোষ,** **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : দিঘা বটতলা, গ্রাম এবং পো : দিঘা, থানা : গাইঘাটা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭৪৩২৪৫। **লোন আকাউন্ট নং : এ/সি নং : ৩০৩৭৬০৩৭৫০৮ (এইচবিএল)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ০২ ডেসিমেল কমবেশি তদস্থিত একতলা নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : দিঘা, জেএল নং ৭৮, তৌজি নং ৩৩৮৫, আরএস /এলআর দাগ নং ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৪১৭, এলআর খতিয়ান নং ৯১১, পিন - ৭৪৩২৪৫, থানা : গাইঘাটা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও চাঁদপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **দলিল নং ১-৩৯৫৬- ১৮.১২.১৯৯৮ সালের। সম্পত্তি সমীরণ ঘোষের নামে।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে গোপাল দাস দক্ষিণে : নীরাপদ ঘোষ এর সম্পত্তি। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : সুখলাল বিশ্বাস।	১) ১৭.১১.২০২৫ ২) ২৩.০৪.২০২৬ ৩) ১,১৩,৫৭০.৯৯ টাকা **(এক লাখ তেরো হাজার পাঁচশ সত্তর টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা ১৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ২৩.০৪.২০২৬
স্থান - বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SUPRIYO DEY and 32, Jahar Colony, P.O.Bengal Enamel, & P.S. Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743122 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **107- NOAPARA ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SUPRIYO DEY** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-300/2019 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/325/427/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, mischief causing damage to property amounting to ₹50 or more , Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 142/2020 dated 2020	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 145/147/149/186/188/353/269/270/ 120B IPC and 51 D.M. Act Unlawful assembly, punishment for rioting,, Unlawful assembly, penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant, penalizes the voluntary obstruction of a public servant performing their lawful duty, penalizes assaulting or using criminal force against a public servant to prevent or deter them from discharging their duties, negligent acts likely to spread infection of a dangerous disease., malignant acts likely to spread infection of a dangerous disease. Criminal Conspiracy, punishment for obstructing officials or refusing to comply with directions given by authorities (Central, State, or District) during a disaster Persons in furtherance of common intention.
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 41/2021 dated 2021	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/506/ IPC Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 335/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 324/325/506/427/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 146/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to commit culpable homicide. Act done by several persons in furtherance of common intention. .

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

শাহরে সভায় সদ্য বিজেপিতে যুক্ত নেতার অনুপস্থিতিতে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা ঘিরে শনিবার সরগরম ছিল জামালপুর। বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদারের সমর্থনে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে যখন হেভিওয়েট নেতাদের মেলা, তখনই সবার নজর কাড়ল একটি শূন্যস্থান। মঞ্চে দেখা মিলল না সদ্য গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানো এককালীন দাপুটে তৃণমূল নেতা গৌরসুন্দর মন্ডলের। অন্যদিকে সভা শুরুর সময়সূচি ছিল সকাল দশটা। লোক না-হওয়ায় সেই সভা শুরু হয় বিকেল তিনটেয় তারই মাঝে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে একজন বিজেপি কর্মী সেই ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বাধা দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা।

ক'দিন আগেই শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন গৌরসুন্দরবাবু। কিন্তু সেই যোগদানের খবর চাউর হতেই জামালপুর বিজেপির অন্দরে আড়াআড়ি বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থানীয় নেতৃত্বরা কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁদের দাবি ছিল স্পষ্ট, 'দাগি' নেতাদের জায়গা দেওয়া চলবে না। এমনকি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও ওঠে।

বিতর্ক আরও উসকে দিয়েছিলেন স্বয়ং বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, গৌরসুন্দরের সঙ্গে পথ চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। খোদ প্রার্থীর এই 'নাছোড়' মনোভাবের পর রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দলের নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতেই হাইপ্রোফাইল মঞ্চ থেকে দূরে রাখা হয় এই নতুন সদস্যকে। অমিত শাহের সভায় গৌরসুন্দর মন্ডলের অনুপস্থিতি মোটেও কাকতালীয় নয়। এটি জেলা বিজেপির আদি বনাম নব্যের লড়াইয়েরই বহিঃপ্রকাশ। বড় নেতার উপস্থিতিতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা এড়াতেই কি তাঁকে দূরে রাখা হল, নাকি দল তাঁকে নিয়ে পিছু হঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। জামালপুরের রাজনৈতিক সমীকরণে এই ঘটনা যে নয়া মাত্রা যোগ করল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন দেখার, শাহী সফরের পর জেলা বিজেপি এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল কী ভাবে সামলায়।

অশোক লাহিড়ি নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান, মিষ্টি বিতরণ অনুগামীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন বালুরঘাট: বালুরঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। দেশের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ স্তরে ড. লাহিড়ির এই অন্তর্ভুক্তি জেলাবাসীর জন্য এক গর্বের মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশেষ সাফল্যকে উদযাপন করতে এদিন বালুরঘাট থানা মোড়ে এক বর্ণাঢ্য মিষ্টিমুখ ও বিজয় উৎসব কর্মসূচির আয়োজন করেন তাঁর অনুগামীরা। পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন তাঁরা। উদ্যোক্তারা জানান, ড. লাহিড়ি বালুরঘাটের বিধায়ক থাকাকালীন এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর এই নতুন পদপ্রাপ্তি সেই ভালোবাসারই স্বীকৃতি।

উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচনে টিকিট না পাওয়া নিয়ে দলের একাংশ ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নীতি আয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই সেই বিষাদ এখন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। ড. লাহিড়ির অনুগামীদের মতে, তাঁর মেধা ও দক্ষতাকে প্রধানমন্ত্রী যোগ্য সম্মান দিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই ড. অশোক কুমার লাহিড়ি নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর এই নতুন যাত্রায় বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আশাবাদী। এদিনের কর্মসূচিতে শামিল তার এক অনুগামী আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, 'অশোক লাহিড়ি

দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম প্রতিমা দে সরকার।৫২ বছর বয়সী প্রতিমা সরকারের বাড়ি কাঁকসার ৩ নম্বর কলোনিতে। জানা গিয়েছে ওই মহিলা পরিচারিকার কাজ করেন।অন্যান্য দিনের মত সকালবেলা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এদিন মুরগির খাবার বোঝাই একটি ট্রাক্টর বীরভূমের দিক থেকে পানাগড়ের দিকে আসার সময় মহিলার পিছনে হর্ন বাজায়। আচমকা হর্নের আওয়াজে মহিলা হতভম্ভ হয়ে রাস্তার মাঝে চলে আসেন। উলটো দিক থেকে একটি ডাম্পার বীরভূম যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহিলাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। পাশাপশি ট্রাক্টরটি মহিলার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

প্রকাশ্যে কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে হাত, অভিযোগ বাইকআরোহীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেন এক মোটর বাইক চালক। অভিযোগ উঠেছে, যানজট নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে মানিকচক থানার এএসআই বিকাশ চন্দ্র রায়কে মারধর করে এক মোটর বাইক চালক। আর এই ঘটনায় শনিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি মোড় স্ট্যান্ডের কাছে। এদিন হাটবার হওয়ার কারণেই ব্যাপক যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করছিলেন মানিকচক থানার ওই পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার। কিন্তু একটি মোটর বাইকের বেআইনি পার্কিংয়ের পরিস্থিতির তদারকি করতে গিয়েই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে। যদিও ওই মোটর বাইক চালকের সমর্থনে কয়েকজন মানুষ পাশে দাঁড়ালে অভিযুক্ত পালাতে সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে মানিকচক থানার ওই পুলিশ অফিসার বিকাশ চন্দ্র রায় হামলাকারী মোটরবাইক চালকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মোটর বাইকের নম্বর শনাক্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্তের নাম ও পরিচয় ইতিমধ্যে পুলিশ জানতে পেরেছে। অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে মালিকচক থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মথুরাপুর হাটকে ঘিরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে। সিভিক ভোলেন্টিয়ার থাকলেও নিয়ন্ত্রণে ব্যার্থ হয় তাঁরা। খবর পেয়ে মানিকচক থানার ওই পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে যায়। রাস্তার ধারে একটি মোটর বাইক বেআইনিভাবে পার্কিং করার বিষয়ে ওই পুলিশ অফিসার হস্তক্ষেপ করে। সেই বাইক চালককে সরে যাওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু পাল্টা ওই বাইক চালক প্রকাশ্যেই কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে সপাটে চড় মারে বলে অভিযোগ। আর এতেই ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। কর্তব্যরত কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের অভিযোগ, 'চোখের সামনে একজন এএসআইকে গায়ে হাত দেওয়ার পর ওই বাইক চালককে ধরতে গেলে কিছু স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়ে আমাদেরকেও মারমুখী হয়ে ওঠে। এরপর ওই মোটর বাইক চালক তার পরিবার নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। অন্যায় ভাবেই আইন হাতে তুলে নিয়েছে ওই মোটর বাইক চালক। তবে এই ঘটনায় আশেপাশের কোনও ব্যবসায়ীরাও প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন নি।' যদিও এই ঘটনার পর আক্রান্ত মানিকচক থানার ওই এএসআই বিকাশচন্দ্র রায় অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ মানিকচকের ভুতনি এলাকার ওই মোটরবাইক চালক বাপি মণ্ডল বলেন, 'রাস্তাতে এমনিতেই যানজট ছিল। অন্যান্য গাড়ির সমস্যা বাদ দিয়ে ওই পুলিশ অফিসার প্রথমে আমাকে এসে দু'গালে থাপ্পড় মারে। এরপরই আমি এবং আমার স্ত্রী প্রতিবাদ করি। তখনই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছে। থাপ্পড় মারার অভিযোগ ভিত্তিহীন।' মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি ওই মোটর বাইক চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ইভিএমে জিপিএস ট্র্যাকিং, নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করলেন কমিশনের সিইও

নিউজ প্রতিবেদন, আরামবাগ: দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আরামবাগ সফরে আসেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ আগরওয়াল। তিনি একটি বেসরকারি লজে মিটিং শেষে সাংবাদিকদের জানালেন, প্রথম দফার নির্বাচনে পুনর্নির্বাচনের কোনও প্রয়োজন পড়েনি এবং কোথাও রিপোলও করতে হয়নি। ভোট চলাকালীন ওঠা সমস্ত অভিযোগের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে কমিশন সন্তুষ্ট বলেই তিনি দাবি করেন। সিইও জানান, আগেই স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছিল যে বুথ সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগের দায়ভার কেন্দ্রীয় বাহিনীকেই নিতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে শুধুমাত্র ভোটারদের প্রবেশ নিশ্চিত করা হয়েছিল। ফলে ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রয়েছে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। প্রতিটি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল, যা গোটা প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করেছে।

স্ট্রং রুম নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই প্রথম রাজ্যে ইভিএমে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে মেশিনের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। কোথাও কোথাও রিজার্ভ ইভিএম ও আলো সংক্রান্ত সামান্য সমস্যা সামনে এলেও তা দ্রুত সমাধান করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন আরামবাগের একটি বেসরকারি হোটেলে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি, পুলিশ অবজার্ভার এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মনোজ আগরওয়াল। বৈঠক শেষে তিনি জানান, দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।অন্যদিকে, বৈঠকে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা জানান, তাঁরা একাধিক বিষয় কমিশনের নজরে এনেছেন এবং সেগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস মিলেছে।

ফের সক্রিয় ইডি, এবার বর্ধমানের রাইসমিলে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২৩ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই ২৯ তারিখ রয়েছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। আর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই ফের সক্রিয় হলো ইডি। শনিবার সকাল সকাল ইডি আধিকারিকরা হানা দেন একটি রাইসমিলে। বর্ধমানের জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত ওই রাইস মিলে সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে,রাজ্যজুড়ে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে এই অভিযান। শনিবার সকাল থেকেই ওই রাইস মিলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তদন্ত চলাকালীন একটি আলমারির চাবি খুঁজে না-পাওয়ায় তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। জানা গিয়েছে, ওই আলমারির চাবি না-মেলায় শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে একজন তালা খোলার মিস্ত্রিকে ডেকে আনা হয়। এরপর তদন্তকারীদের উপস্থিতিতেই আলমারির তালা ভাঙা হয়।

আধিকারিকদের অনুমান, ওই আলমারির ভেতরেই দুর্নীতির শিকড় বা গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের নথি লুকনো থাকতে পারে। ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণে নজর তদন্তকারী দল রাইস মিলের অফিস থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ও নথি উদ্ধার করেছে। অফিসের ব্যবহৃত ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস খতিয়ে দেখা হয়। রাইসমিলের মাধ্যমে রেশনের চাল কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হত এবং এর পেছনে কোনও প্রভাবশালীর যোগসাজশ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন ইডি আধিকারিকরা। আর্থিক লেনদেনের উৎস সন্ধানে একাধিক নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃতদের বয়ান এবং এর আগে উদ্ধার হওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই মা অন্নপূর্ণা রাইসমিলে অভিযান চালানো হয় বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ইডি অভিযানের খবর চাউর হতেই এলাকার মানুষ ভিড় জমান রাইসমিলের সামনে।

গোরুর গাড়িতে তৃণমূলের প্রচারে বিপত্তি, পালাল গোমাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে গোরুর গাড়িতে মিছিল করে তৃণমূলের অভিনব প্রচার চলাকালীন ঘটে যায় বিপত্তি। ডিজের আওয়াজে ভয় পেয়ে আচমকা পালানোর চেষ্টা করে গোরু। কাঁধের জোয়াল ফেলে রেখে গোরু পালানোর চেষ্টা করায় আতঙ্ক ছড়ায়। সেই সময় গোরুর গাড়িতেই চেপে ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী। তড়িঘড়ি কর্মীরা গোরুর গাড়ি ধরে পরিস্থিতির সামাল দেন ও প্রার্থীকে গোরুর গাড়ি থেকে নামায়। আউশগ্রাম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের প্রচারে এদিন আসেন সাংসদ শর্মিলা সরকার। আউশগ্রামের গেরাই এলাকায় করা হয়েছিল এই অভিনব প্রচার। সেই প্রচারের সময় ঘটে বিপত্তি। ভোটারদের মন জয় করতেই হবে। সেই কারণেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা অভিনব সব কায়দা বেছে নিয়েছেন প্রচারের জন্য। তেমনই এক

ছবি দেখা গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। গোরুর গাড়িতে চড়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। পিছনে ছিল কর্মীদের মিছিল। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাটই চলছিল ভোটপ্রচার। আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের প্রচারে এসেছিলেন তৃণমূল সাংসদ শর্মিলা সরকারও। তিনিও চড়েছিলেন গোরুর গাড়িতে। আচমকাই ছন্দপতন হয়।

হঠাৎই দেখা যায় দু'টি গোরু পালাতে চেষ্টা করে। ডিজে গানের আওয়াজে ভয় পেয়েই গোরুর গাড়ি সমেত পালানোর চেষ্টা করে গোরুগুলি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের লোকজন। গোরুর গাড়িতে চড়ে প্রার্থীর প্রচারও থামিয়ে দিতে হয়। পরে পায়ে হেঁটেই প্রচার করেন আউশগ্রামের তৃণমূলের প্রার্থী। প্রচারে ছন্দপতন ঘটলেও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

এর আগেও দেখা গিয়েছে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে ভোটারের বাড়িতে ঢুকে রান্না করেছেন কোনও প্রার্থী। কেউ বা রান্নাঘরে বসে বেলে দিয়েছেন রুটি। প্রচারে বেরিয়ে নানান অভিনবত্ব করতে দেখা যায় প্রার্থীদের।

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SOMENATH MITRA and 201/1-201/1/1, Nirmal Rekha Apartment, Banerjee Para Road, Post office:- Shyamnagar, Police Station:- Jagatdal District:-North 24 Parganas, Pin. 743127 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SOMENATH MITRA** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-534/23 dated 2023	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 323/341/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 04/23 dated 2023	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/506/34 I.P.C, House-trespass Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SAJAL KARMAKAR and 972A, Bhutbagan P.O.:- Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B))**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SAJAL KARMAKAR** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s)
1	Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS GDE NO-559/2021 dated 10-11-2021	Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 420/406/506/34 IPC Cheating, Breach of Trust, Criminal Intimation, acts done by several persons in furtherance of a common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS CASE NO-371/2019 Dated 07-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/324/307/506/34 IPC and 25/27 Arms Act Wrongful Restrain, grievous hurt, punishes the offense of voluntarily causing hurt, attempt to murder, Criminal Intimation and acts done by several persons in furtherance of a common intention and Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Bizpur PS Case No-177/2020 Dated 10-05-2020	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 188 IPC penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

দল ছাড়তেই সমাজমাধ্যমে ১০ লক্ষ ফলোয়ার্স কমল রাঘবের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাজমাধ্যমে ১০ লক্ষ ফলোয়ার হারালেন রাঘব চাড্ডা। আপ ছাড়ার আগে, শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত তাঁর ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা কমে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ হয়ে গিয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, চাড্ডা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই সমাজমাধ্যমে তাঁকে আনফলো করার ডাক দেওয়া হয়। তাতে শামিল হল 'জেন জি'-দের একাংশ। প্রসঙ্গত, চাড্ডার জনপ্রিয়তার নেপথ্যে সমাজমাধ্যমেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যসভায় তাঁর বক্তৃতার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। সেই সমাজমাধ্যমেই এ বার ফলোয়ার সংখ্যা কমল প্রাক্তন আপ সাংসদের।

চাড্ডা বরাবরই যুব সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু সেই 'জেন জি'-দের একাংশ চাড্ডার এই দলত্যাগকে ভাল ভাবে নিচ্ছেন না বলেই মনে করছেন কেউ কেউ। রাতারাতি রাজ্যসভার ওই সাংসদের ফলোয়ার সংখ্যা কমে যাওয়া তারই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে এনসিপি (এসপি)-র মুখপাত্র অনীশ গাওয়ান্ডে বলেন, 'ইন্টারনেট আপনাকে রাতারাতি নায়ক বানিয়ে দিতে পারে। আবার এই ইন্টারনেটই আপনাকে নিমেষের মধ্যে নীচে নামিয়ে আনতে পারে।'

রাঘবের অসন্তোষের সূত্রপাত চলতি মাসের গোড়ায়। আপ শীর্ষনেতৃত্বের সিদ্ধান্তে রাজ্যসভার সহকারী দলনেতা (ডেপুটি লিডার) পদ খোয়ানোর পরে। রাঘবের বদলে অশোককে ওই পদে বসিয়েছিলেন কেজরি। কিন্তু তিনিও শুক্রবার দল ছেড়েছেন। এদিকে, রাঘব চাড্ডা-সহ আপের সাত সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের সমালোচনা করলেন আন্না হাজারে। প্রবীণ এই সমাজকর্মী শনিবার বলেন, 'এটা ওঁদের (আপ নেতৃত্বের) ব্যর্থতা। যদি ওই দল সঠিক পথ অনুসরণ করত, তা হলে তাঁরা ছাড়ত না।'

কার্যত চাড্ডাদের পক্ষ নিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই ওঁরা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই কারণেই ওঁরা দল ছেড়েছেন। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'থাকবেন না চলে যাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এক জন মানুষের রয়েছে।'

দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। শুধু উত্তর ভারতই নয়, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতেও তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী তিন দিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনিবারেও দিল্লিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় ছিল। টানা দু'দিন এই পরিস্থিতি চলছে রাজধানীতে। হলুদ সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। আগামী দু'দিন তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দিল্লি ছাড়াও রাজস্থান, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি চলবে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানায়। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। অন্য দিকে, ২৫ এপ্রিল গুমোট এবং ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা থাকবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে। ২৫-২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ওড়িশায়, ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরা, কোঙ্কণ, গোয়া, গুজরাত, উপকূলীয় কর্নাটক, কেরলে, ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকলে।

মৌসম ভবনের বুলেটিন অনুযায়ী, দেশের বেশির ভাগ অংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে। তবে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, পূর্ব ভারত সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ এবং দেশের পশ্চিম উপকূলে তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না এই সময়ে।

শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বিভীষিকাময় গাজায় ভোটের লাইনে কাতারে কাতারে মানুষ

গাজা সিটি, ২৫ এপ্রিল: মৃত্যুর বিভীষিকাকে পিছনে ফেলে গাজাতেই এবার গণতন্ত্রের জয়গান। কয়েকদিন আগেও বুলেট, স্প্লিন্টারকে ফাঁকি দিয়ে খাদ্য ও আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকা মানুষগুলি দাঁড়িয়েছেন ভোটের লাইনে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এই দৃশ্যই এখন দেখা গেল গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে। মারণ যুদ্ধকে পিছনে ফেলে পুরনির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এখানকার মানুষ। এই ভোটগ্রহণ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র বলেন, নির্বাচনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান স্পষ্ট করে দিয়েছে প্যালেস্টাইনের জনগণ দেশের উন্নয়ন চান এবং এখানেই শান্তিতে থাকতে চান। সকাল থেকেই রামাল্লায় ভোট দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। এছাড়া, বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের সন্তানদেরও ভোটকেন্দ্রে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মূলত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ভোটগ্রহণ চললেও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজার কেবল একটি এলাকা দেইর আল বালাহ কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখানে ভোট চলছে। প্যালেস্তাইনের গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এতদিন ছিল হামাসের দখল। এই সশস্ত্র সংগঠনের জেরেই কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। এই পরিস্থিতিতেই দীর্ঘ ২০ বছর পর নেতৃত্ব পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্বাচন শুরু হয়েছে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে। অনুমান করা হচ্ছে, এতকাল ধরে এলাকার দখল নিয়ে থাকা হামাস এবার এখান থেকে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়েছেন ভোটের লাইনে।

বাণিজ্যিক উড়ানের অনুমতি, আকাশসীমা খুলে দিল ইরান

তেহরান, ২৫ এপ্রিল: যুদ্ধের জেরে প্রায় ২ মাস আকাশসীমা বন্ধ থাকার পর অবশেষে স্বাভাবিক হচ্ছে ইরানের বিমান পরিষেবা। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, আমেরিকার সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় আলোচনায় বসার আগে অস্থায়ীভাবে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে তেহরানে। ২৮ ফেব্রুয়ারির পর প্রথমবার তেহরান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাণিজ্যিক উড়ান যাত্রা করেছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, চলতি সপ্তাহেই নিজেদের আকাশসীমা পুরোপুরি খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইরান।

ইরানের সরকারি টেলিভিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তেহরানে ইমাম খুমেনেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইস্তানবুল, ওমানের রাজধানী মাস্কট ও সৌদি আরবের মদিনা শহরের উদ্দেশে বিমান রওনা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক উড়ানের নজরদারি সংস্থা 'ফ্লাইট রাডার ২৪'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকালে ইস্তানবুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে অন্তত ৩টি বিমান। উল্লেখ্য, ৪০ দিনের সংঘাতের পর গত ৮ এপ্রিল ১৪ দিনের সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে আমেরিকা। এরপর ২১ এপ্রিল ট্রাম্প অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ৩ দিনের মাথায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু করল ইরান।

ময়দান

২৬৪ রানও যথেষ্ট নয়! ইতিহাস পঞ্জাব কিংসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোন রান নিরাপদ, তা এখন আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। দিল্লির মাঠে সেই সত্যিই আবার প্রমাণ করল পাঞ্জাব কিংস। আইপিএলের এক অবিশ্বাস্য রানবন্যার ম্যাচে ২৬৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে ইতিহাস গড়ল তারা। দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটাররা যে স্কোর তুলেছিলেন, তা সাধারণত জয়ের জন্য যথেষ্ট বলেই ধরা হয়। কিন্তু পঞ্জাবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে সেই পাহাড়সম রানও ছোট হয়ে গেল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দিল্লির হয়ে দুরন্ত ইনিংস খেলেন অধিনায়ক কেএল রাহুল। শুরু থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন এবং পাঞ্জাব বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করেন। অন্য প্রান্তে নীতীশ রানাও সমান তালে রান তুলতে থাকেন। এই দুই ব্যাটারের জুটিতে দিল্লির ইনিংস এগিয়ে যায় ঝড়ের গতিতে। নীতীশ ৪৪ বলে ৯১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। রাহুলও শতরান করে দলকে বড় স্কোরের দিকে নিয়ে যান। তাঁদের ২২০ রানের জুটি আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা পার্টনারশিপ। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে দিল্লি তোলে ২৬৪ রান।

এত বড় লক্ষ্য সামনে থাকলেও পঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেন তারা হার মানতে আসেননি। প্রথম বল থেকেই আক্রমণ শুরু করেন দু'জন। দিল্লির বোলাররা কোনও সুযোগই পাননি। পাওয়ার প্লের ছয় ওভারে পঞ্জাব বিনা উইকেটে তুলে ফেলে ১১৬ রান, যা আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাওয়ার প্লে স্কোর।

প্রিয়াংশ ১৭ বলে ৪৩ রান করে আউট হলেও ততক্ষণে দলকে দারুণ ভিত দিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর প্রভসিমরন আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। মাত্র ২৬ বলে ৭৬ রানের দুরন্ত ইনিংসে তিনি ৯টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন। তাঁর ব্যাটিংয়ে ম্যাচ পুরোপুরি পঞ্জাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। যদিও কয়েকটি দ্রুত উইকেট পড়ে যাওয়ায় ম্যাচে কিছুটা উত্তেজনা ফেরে।

এই সময় দায়িত্ব নেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। চাপের মুহূর্তে তিনি শান্ত থেকে ম্যাচ শেষ করার কাজটি করেন অসাধারণ দক্ষতায়। দিল্লির ফিল্ডাররা কয়েকটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করায় শ্রেয়স আরও সুবিধা পান। তিনি অপরাজিত ৭১ রান করে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। পঞ্জাব ৭ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

এই ম্যাচে দুই দলের মিলিত রান দাঁড়ায় ৫২৯, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরল ঘটনা। সবচেয়ে বড় কথা, ২৬৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় তুলে টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়ার নতুন রেকর্ড গড়ল পঞ্জাব কিংস। এর আগের রেকর্ডও ছিল তাদের দখলে। এই ম্যাচ আবারও দেখিয়ে দিল, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন কোনও লক্ষ্যই আর নিরাপদ নয়।

বৈভবের শতরান ম্লান, ২২৯ তাড়া করে জিতল হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবারের আইপিএল যেন হয়ে উঠেছিল ক্যাচ মিসের দিন। দুপুরের ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে লোকেশ রাহুলকে জীবনদান করেছিল, আর সন্ধ্যার ম্যাচে একই ভুল করল রাজস্থান রয়্যালস। জয়পুরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে একাধিক সহজ ক্যাচ ফেলায় শেষ পর্যন্ত ২২৮ রান করেও হার মানতে হল রাজস্থানকে। ৯ বল হাতে রেখেই ২২৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে হায়দরাবাদ। প্রথমে ব্যাট করে দুর্দান্ত শুরু করে রাজস্থান। দলের তরুণ ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী শুরু থেকেই ঝড় তোলেন। মাত্র ৩৬ বলে শতরান করে তিনি ম্যাচের গতি বদলে দেন। ইনিংসের শুরুতেই প্রফুল্ল হিঙ্গের এক ওভারে টানা চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের আগ্রাসী মেজাজ স্পষ্ট করে দেন। কয়েক দিন আগেই হিঙ্গে তাঁকে দ্রুত আউট করেছিলেন, তাই এই ম্যাচে বৈভবের মধ্যে আলাদা জেদ দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ১০১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি। অন্যদিকে ধ্রুব জুরেলও দ্রুত ৫১ রান করে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২২৮ রান তোলে রাজস্থান। এত বড় রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেতে পারত হায়দরাবাদ। প্রথম বলেই ট্রেভিস হেড উইকেটের পিছনে সহজ ক্যাচ

দেন, কিন্তু জুরেল সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন। পরে অবশ্য একই ওভারে হেড আউট হন, কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচের শুরুতেই রাজস্থান বড় সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এরপর আক্রমণে নামেন অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিশন। দু'জনেই পাল্টা মারে রান তুলতে থাকেন। অভিষেক একবার থার্ড ম্যানে ক্যাচ তুললেও ফিল্ডার বল দেখতে পাননি। পরে পয়েন্ট অঞ্চলেও তাঁর সহজ ক্যাচ মাটিতে পড়ে যায়। এই জীবনদানের পুরো সুবিধা নেন তিনি। মাত্র ২৯ বলে ৫৭ রান করে দলের ভিত গড়ে দেন। অন্যদিকে ঈশান আরও ভয়ংকর ছিলেন। রাজস্থানের বোলারদের ওপর শুরু থেকেই চাপ তৈরি করেন তিনি। অধিনায়ক রিয়ান পরাগ একের পর এক বোলার বদল করলেও লাভ হয়নি। এমনকি নিজেও বল করতে আসেন। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে হায়দরাবাদ ক্রমশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঈশান ৩১ বলে ৭৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। দু'জনের মধ্যে ৫৫ বলে ১৩২ রানের জুটি ভাঙার পরও ম্যাচে ফিরতে পারেনি রাজস্থান। কারণ তখনও ফিল্ডিং ব্যর্থতা চলছিল। হাইনরিখ ক্লাসেনের সহজ ক্যাচও ফেলে দেওয়া হয়। এত সুযোগ প্রতিপক্ষকে দিলে জয়ের আশা করা কঠিন। শেষ দিকে প্রয়োজনীয় রান সহজেই তুলে নেয় হায়দরাবাদ। ফলে বৈভব সূর্যবংশীর স্মরণীয় শতরানও কোনও কাজে এল না। ঘরের মাঠে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেও শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল রাজস্থানকে। আর হায়দরাবাদ প্রমাণ করল, বড় রান তাড়া করতে শুধু ব্যাটিং নয়, প্রতিপক্ষের ভুলকেও কাজে লাগাতে জানতে হয়। রবিবারের ম্যাচে সেটাই পার্থক্য গড়ে দিল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **PRAMOD SINGH and Holding No.18, BL No.18, P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas, Pin. 743125 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **PRAMOD SINGH** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-284/2019 dated 01-04-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/323/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 302/19 dated 08-04-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/324/325/506/34 I.P.C, Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 646/19 dated 18-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/325/506/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 663/19 dated 24-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & 34 E.S. Act. & 9 MPO Act. Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 990/19 dated 21-11-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C. House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
6	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 142/2022 dated 27-02-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951. Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intention and Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station.
7	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 146/22 dated 22-02-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/323/506/504/34 I.P.C Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention
8	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-339/22 dated 26-05-2022		U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act. Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than [seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine.
9	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 355/22 dated 03-06-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No -355/22 dated 03-06-2022 U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention
10	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 372/22 dated 11-06-2022.	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention
11	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-107/2024 dated 02-04-2024	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

ডাঃ শশী পাঁজা ● তৃণমূল প্রার্থী

শ্যামপুকুরে শশীর দীপ্তি ম্লান করতে রাজনৈতিক রণাঙ্গনে গেরুয়া পূর্ণিমা

পূর্ণিমা চক্রবর্তী ● বিজেপি প্রার্থী

শ্যামপুকুরের শশী পাঁজা। একদিকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে সাধারণ বাড়ির এক গৃহবধূর 'অসাধারণ' হয়ে ওঠার কাহিনি। কারণ, তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত অজিত পাঁজার পুত্রবধূ। বঙ্গ রাজনীতিতে শশীর উপস্থিতি তৃণমূল শিবিরে 'দখিনা হাওয়া' বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না। কারণ, তেলুগু পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা ছিলেন হিন্দমোটরের পদস্থ কর্তা। চাকরিসূত্রেই সুদূর দক্ষিণ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন। এরপর থেকে যান হুগলিতে। এদিকে শশী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন চিকিৎসক হিসেবেই।আরজি করের প্রাক্তনী। স্বামী প্রসূন পাঁজাও চিকিৎসক। তিনিও আরজি করের প্রাক্তনী। তবে নাড়ির যোগ অন্ধ্রে। বাংলা তাঁর স্বামীর ভাষা। তেলুগু তাঁর মাতৃভাষা।তিনি দু'টিতেই সড়গড়। চিকিৎসার পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। ২০১০ সালে প্রথম তৃণমূলের টিকিটে জিতে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর। তারপর ২০১১ সাল থেকে পর পর তিন বার শ্যামপুকুরের বিধায়ক। বিধায়ক হওয়ার সূত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের মন্ত্রী পদও পান। গোড়া থেকেই সামাল দিচ্ছেন নারী ও শিশুকল্যাণ দফতর। তবে কয়েক বছর আগে তার সঙ্গে জুড়েছে শিল্প-বাণিজ্য দফতরও। শশীর কাজ মূলত পশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিয়ে। এবার ২০২৬-এ প্রয়াত অজিত পাঁজার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে দাঁড়িয়ে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ শশী পাঁজার প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির উত্তর কলকাতা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী, রাজনীতিতে তুলনামূলক আনকোরা পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সঙ্গে এই লড়াইয়ে রয়েছেন বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ঝুমা দাসও। এক সময়ের কাউন্সিলার হলেও শ্যামপুকুরের ভোটযুদ্ধে তাঁকে নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই শশী-পূর্ণিমার।

এদিকে শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে পা রাখলেই অলিগলির দেওয়ালে নজরে আসছে, 'শশীদিকে আবার চাই।' গত পাঁচ বছরে এলাকার উন্নয়ন এবং বিধায়ক হিসাবে পরিষেবা দিয়ে তিনি এলাকার মানুষের মনে জয় করে নিয়েছেন বলেই দাবি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। মন্ত্রিত্ব সামলানোর পাশাপাশি চিকিৎসক হিসাবে প্র্যাকটিসও করেন সমানভাবে। সেই সঙ্গে এলাকায় রাখেন নিয়মিত জনসংযোগ। পুজো থেকে শুরু করে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকলেই পাওয়া যায়। তাছাড়া, গত ক'বছরে অঞ্চলের চেহারাও পালটেছে শশীর হাত ধরেই।

তাঁদের কথায়, 'এই বিধানসভার অন্তর্গত প্রতিটি ওয়ার্ডেই রাস্তাঘাট, পানীয় জল, আলো সহ নানা পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শশী পাঁজা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি একাধিক পার্ক সাজিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে। সঙ্গে ঝাঁচকচকে নানা মডেল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাস্তার ধারও।' দলের কর্মী সমর্থকদের এই দাবিতে সিলমোহর দিতে দেখা গেছে শ্যামপুকুর বিধানসভার বাসিন্দাদেরও। তাঁরাও জানান, ' এখানে নেই পানীয় জলের সমস্যা। কোনও এলাকা এখন অন্ধকারে ডুবে থাকে না। প্রতিটি মন্দির ও পার্শ্ববর্তী এলাকা আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বাজারঘাট, গঙ্গার ধারও। সর্বোপরি এই অঞ্চল হল শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান। তাকে নানাভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে বিধায়ক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনও করেছেন। এর পাশাপাশি, সাধারণ মানুষ যেভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন, তা দৃষ্টান্তমূলক। সব মিলিয়ে এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই।' এই প্রসঙ্গে শশীও জানান,'আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষকে পরিষেবা দিতে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। আমার বিধানসভার মধ্যে থাকা স্কুল কলেজ সহ প্রতিষ্ঠানগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে। তাই জয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করবেনই।' তবে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যয়ী হলেও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে দেখা যাচ্ছে না তৃণমূলের এই প্রার্থীকে। ২০২৬-এও প্রার্থী হয়ে তিনি ছুটছেন পাড়ায় পাড়ায়, ক্লান্তিহীন। বর্ণাঢ্য মিছিলের আড়ম্বর সরিয়ে পায়ে হেঁটেই ঘুরছেন সর্বত্র। এই প্রসঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি যে, 'আমরা সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকি। এবার এসআইআরের জন্য মানুষের হয়রানিতেও পাশে থেকেছি। মানুষ উন্নয়নেই আস্থা রাখবে।'

এদিকে শশীর এই 'ইমেজ' ভাঙতে সমান তালে ছুটছেন বিজেপির পূর্ণিমাও। রাস্তা থেকে কানাগলির কোন, ওয়ার্ড বা এলাকা বাকি রাখছেন না। শশী যাই দাবি করুন না কেন, পূর্ণিমা চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'অঞ্চলে কোনো কাজ হয়নি। রাস্তাঘাট খারাপ। পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র সিন্ডিকেট হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। অবৈধ পার্কিংয়ের রমরমা। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে ফুটপাতবাসীরা পড়ে থাকেন তা দৃশ্যদূষণ ঘটাচ্ছে। ওঁদের জন্য শেল্টার তৈরি করা হবে।' সঙ্গে পাঁজা হাউজে 'হামলা' নিয়েও মুখ খুলতে দেখা যায় পূর্ণিমাকে। বলেন, 'ওঁর লোকেরাই বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছিল। বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হয়েছে। এর জবাব এলাকার মানুষ দেবে।'

শুধুমাত্র বক্তব্য রেখেই থেমে থাকছেন না বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। তিনি এই বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন ও পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যর্থতার কথা তুলে ধরছেন তাঁর প্রচারের প্রতিটি পদক্ষেপে, হোর্ডিংয়ে, ব্যানারে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, প্রচুর সমর্থন তিনি পাচ্ছেন। তাই শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে মানুষ তাঁকে জয়ী করবেন বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

এদিকে এর পাশাপাশি বাম প্রার্থী ঝুমা দাসের গলাতেও প্রায় একই অভিযোগের সুর। তাঁর বক্তব্য, 'বামফ্রন্ট আমালে কুমোরটুলিতে বড় প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। গোটা এলাকার ভোল বদলে যেতে পারত। কিন্তু গত ১৫ বছরে কোনো কাজই হয়নি। কুমোরটুলির কী অবস্থা সবাই জানে। এছাড়া বেআইনি পার্কিং থেকে শুরু করে অবৈধ নির্মাণ বড়ো সমস্যা এই অঞ্চলে। গত পাঁচ বছরে এই বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো উন্নয়ন হয়নি। মানুষ আমাকে সুযোগ দিলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে।'

তবে কলকাতার জন্মের সঙ্গে জড়িত এই শ্যামপুকুরের ইতিহাস। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে শ্যামপুকুর বিধানসভা আসনটি (কেন্দ্র নং ১৬৬)। ডিলিমিটেশনের পর শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে কলকাতা পুরসভার ৭, ৮, ৯, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ড। ফলে কলকাতার বাগবাজার, শ্যামবাজার এবং শোভাবাজারের মতো ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকাগুলি চলে এসেছে এই বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। ফলে পুরনো মন্দির, হেরিটেজ বাড়ির জন্য এই এলাকা বিখ্যাত। তবে এর জনপ্রিয়তা এবং ঐতিহ্যে বিন্দুমাত্রও মরচে ধরেনি। আহিরিটোলা, বাগবাজার, কুমোরটুলি এবং শ্যামবাজারের মতো এলাকা এখনও জমজমাট এবং চির ঐতিহ্যবাহী। ভিড়ে ঠাসা পাঁচমাথার মোড়ের জন্য শ্যামবাজার এবং মাটির দেবী প্রতিমা নির্মাণের জন্য কুমোরটুলির জগৎজোড়া নাম। এরপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ আমল থেকে আধুনিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামপুকুরের পরিবেশ বদলেছে। বেড়েছে ঘরবাড়ি।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোটের হার কমেছে শ্যামপুকুর কেন্দ্রে। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে মোট ভোটার ছিল ১৮ লক্ষ ৫ হাজার ৮৫৯। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ ১ হাজার ৪৫। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের সময়ে মোট ভোটার ছিল ১৭ লক্ষ ১ হাজার ৯৮৬। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময়ে সেই সংখ্যা পৌঁছয় ১৭ লক্ষ ৬ হাজার ৫৫৭। ২০২৪ সালে তা পৌঁছয় ১৭ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫২। ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৯ হাজার ২০৭ জন ভোটার কমেছে। অধিকাংশ বাসিন্দাই এই এলাকা থেকে বাড়ি বিক্রি করে শহরতলিতে চলে গিয়েছেন। ভোটার সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ সেটাই। ভোটারের সংখ্যা কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমছে ভোটদানের হারও। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬২.৬১ শতাংশ, ২০২১ সালে পড়েছিল ৫৮.৩৬ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৬৭.১১ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৬৮.৩১ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৬৭.৬৭ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই কেন্দ্রে তফসিলি জাতি এবং মুসলিম ভোটের পরিমাণ অনেকটাই কম এই শ্যামপুকুর বিধানসভায়।

শ্যামপুকুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫১ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে মোট ১৭ বার ভোট হয়েছে শ্যামপুকুরে। ২০০৪ সালে একটি উপনির্বাচনও রয়েছে এই তালিকায়। ১০ বার এই এলাকায় জিতে দাপট জারি রেখেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেস জিতেছিল ৪ বার। ১৯৭১ সালের ভোট বাতিল হয়। কারণ সে বার হিংসাত্মক ঘটনায় এই কেন্দ্রের দুই প্রার্থী হেমন্ত কুমার বসু এবং অজিত কুমারের মৃত্যু হয়। সে বছর বিধানসভা ভোট বাতিল হয়ে যায়। ফের ১৯৭২ সালে ভোট হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক সুব্রত বসু পদত্যাগ করে লোকসভা ভোটে জয়ী হওয়ায় ২০০৪ সালে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। এরপর ২০১১ সাল থেকে এই কেন্দ্রের রাশ রয়েছে তৃণমূলের হাতে। ডা শশী পাঁজা, ক্যাবিনেট মন্ত্রী ৩ বারের জয়ী বিধায়ক। ২০১১ সালে তিনি ২৭ হাজার ৩৬ ভোটে হারিয়েছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জীবন প্রকাশ সাহাকে। ২০২১ সালে তৃতীয়বার জয়ী হন তিনি। ২২ হাজার ৫২০ ভোটে হারান বিজেপির সন্দীপন বিশ্বাসকে। ১০.৫২ ভোট নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক চলে যায় তৃতীয় স্থানে। ৩২ ভোট পায় বিজেপি, তৃণমূল পায় ৫৪.১৮। বিজেপি এই কেন্দ্রের ২০১১ সালে পেয়েছিল ৩.৬৬ ভোট এবং ২০১৬ সালে ১৫.৭৩ ভোট।

২০০৯ সাল থেকেই শ্যামপুকুরে দাঁত ফোটাতে শুরু করে ঘাসফুল। সেবার লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএম-এর থেকে ৯ হাজার ৩২২ ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রের তৃণমূল পেয়েছিল ৬ হাজার ৮৩৪ ভোট। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি এগিয়ে ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ১৭০ এবং ১ হাজার ৫৯৯ ভোটে।

এহেন শ্যামপুকুর কেন্দ্রে এসআইআরে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দিয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। আর একাধিক অঞ্চলে অবাঙালি মানুষজনের আধিক্য থাকায় গেরুয়া শিবির ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিশেষ আশাবাদী। তবে সম্প্রতি ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার দিন শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনার পর বিজেপি এখানে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে বলে মত স্থানীয় নাগরিকদের একাংশের। অজিত পাঁজার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বয়ে চলা বাড়িই 'আক্রান্ত' হওয়ার ঘটনাকে ভালো চোখে দেখছেন না স্থানীয়রা। গিরিশ পার্ক অঞ্চলের এক দোকানদার অকপটেই জানান, 'এরা ক্ষমতায় আসার আগেই যে রূপ দেখাচ্ছে, ক্ষমতায় আসার পর কী না কী করবে।'

তবে সব কিছুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে ৪ মে পর্যন্ত।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
ডাঃ শশী পাঁজা	তৃণমূল কংগ্রেস	৫৭,৮৫৫	৫৪.১৮ %
সন্দীপন বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩,২৩৫	৩২.০০ %
জীবনপ্রকাশ সাহা	সিপিএম	১০,৮২৮	১০.৫২ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
শ্যামপুকুর	১,৭৬,৬৫২	১,৩৩,৫১৩	১,৩৩,২৮৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা।

প্রচারে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

প্রচারে টালিগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী।

ভবানীপুর কেন্দ্রে জনসংযোগে ব্যস্ত শুভেন্দু অধিকারী।

পূর্বস্থলী উত্তরে জোর টক্কর দিতে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির যুব নেতা বাবান ঘোষ জনসংযোগে ব্যস্ত।

৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে জনসভায় বক্তৃতা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে স্থানীয় পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি।